BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
১৩০ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ১০ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষকুমার বাগচী মাঘ ১৪৩১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মর্নিং শোজ্‌দা ডে (সম্পাদকীয়)	৩
মালা সাহা	৪
স্ত্রী শিক্ষা ও গ্রন্থাগার	
প্রদোষকুমার বাগচী	৭
আমাদের রবীন্দ্রচর্চা : পঞ্জির সন্ধানে	
দেবব্রত পাল	১৪
একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কথা	
শতবর্ষে ফিরে দেখা	১৮
পরিষদ কথা	২৫
১. পশ্চিম মেদিনীপুরে গ্রন্থাগার দিবস ২০২৪ উদযাপন	
২. মালদায় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন	
English Abstract (Vol.-73, No.8, November 2023)	২৭
English Abstract (Vol.-73, No.9, December 2023)	২৯

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাক আপ দেওয়া, ব্যাক আপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ১০ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী মাঘ ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। মর্নিং শোজ্ দা ডে।।

ছিল চাপা টেনশন। ছিল নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারার উদ্বেগ। ছিল অনভিপ্রেত অনেক বহিঃস্থ ঘটনার চাপ। ব্যবস্থাপনারও কিছু ফাঁকফোকর প্রথম থেকেই নজর পরছিল। তবে সব কিছুই ফুৎকারে উড়ে গেল উৎসাহ, উচ্ছাস, আবেগ আর উপস্থিত পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধিদের পরিষদের প্রতি অপার ভালোবাসার কাছে। শতবর্ষ উদযাপনের প্রথম পর্বে তিন দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, বাগমুন্ডি থেকে বনগাঁ রাজ্যের প্রায় সব অংশের পরিষদের অনুরাগীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছে বাবা মায়ের হাত ধরে থাকা কিশোর কিশোরী থেকে ৯০ ছুঁই ছুঁই বহু প্রতিনিধি। আমাদের সারা বছরব্যাপী প্রয়াস কেমন যাবে তার অ্যাসিড টেস্ট হয়ে গেল প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে। মর্নিং শোজ দা ডে।

পরিষদের শতবর্ষের ইতিহাসের সিকি ভাগ অংশ প্রত্যক্ষভাবে জুড়ে আছে অবিভক্ত বঙ্গদেশের সাথে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও পরিষদের বহু বন্ধু এবং আজীবন সদস্য আছেন প্রতিবেশী বাংলাদেশে। খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম শতবর্ষের প্রথম পর্বে। দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে চলা সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও বৈধ ভিসা নিয়ে ঐদেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আমরা অনুষ্ঠান মঞ্চে আনতে পারলাম না। প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দায় না থাকলেও পরোক্ষ দায় অস্বীকার করি কিভাবে? বিশেষত সহ আয়োজকদের 'স্পর্শকাতরতা' গুরুত্ব না দিলে হয়তো ভেস্তে যেত সমগ্র অনুষ্ঠানটি। অবাক বিস্ময় এই যে, প্রতিবেশী দেশে ভারতীয়র 'গ্যাসের ব্যবসা' চালু থাকতে পারে কিন্তু গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সংস্কৃতির আদানপ্রদান নৈব নৈব চ।

শতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারেননি হয়তো নানান ব্যস্ততায়। কিন্তু উপস্থিত অতিথিদের উজ্জল অবস্থান আমাদের উৎসাহিত করেছে। সরকারের ঋজু ও ঋদ্ধ ভাষণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় উপাচার্য, রেজিস্টার, ডাক বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি অনুষ্ঠানের মাত্রা বৃদ্ধি করেছিল। শতবর্ষের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে ভিডিও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন পেশার নানা ব্যক্তিত্ব। উদ্বোধক মাননীয় রাজ্যপালের আবেগপূর্ণ ভাষণ প্রতিনিধিবর্গের হৃদয়স্পর্শ করে গেছে।

আন্তর্জাতিক সেমিনারে রাজ্যের বহু বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রীলংকার প্রতিনিধিগণ। ৯০টির বেশি সেমিনার পেপার সম্বলিত প্রায় সাতশত পাতার বই প্রকাশ পেয়েছিল পরিষদের মাননীয় সভাপতির হাত ধরে। অনেকেই বলেছেন — সংক্ষিপ্ত আকারে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার পত্রিকায় তা ছাপানো যায় কিনা। অবশ্যই আমরা তা বিবেচনা করব।

অনুষ্ঠানকে ঘিরে বহু কিছুর উদ্বোধন হয়েছে। এটাও একটা নজির। পরিষদের লোগো সম্বলিত পাঞ্জাবি, শাড়ি এক অভিনব উদ্যোগ। প্রকাশ পেয়েছে ডাকটিকিট যা চিরস্থায়ী সম্পদ। রীতি ভেঙ্গে রঙিন মোড়কে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ পেয়েছে গ্রন্থাগার পত্রিকা। শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্যুভেনির তো ছিলই।

এত বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে আর সেখানে কোন ঘাটতি থাকবে না, অভাব অভিযোগের কথা উঠবে না তা তো হয় না। এখানেও বিস্তর অভাব অভিযোগ এসেছে। সেটা যোগাযোগকে কেন্দ্র করেই হোক বা অনুষ্ঠানের বৈচিত্রতায় 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের প্রথা ম্লান হয়ে যাওয়াই হোক কিংবা খাবারদাবারকে ঘিরেই হোক। ১০০ শতাংশ আন্তরিক থেকেও আমরা কিঞ্চিৎ ব্যর্থ হয়েছি মূলত অর্থবল, লোকবল, প্রটোকল এবং আয়োজিত স্থলের পরিকাঠামোকে অনুধাবন না করতে পারার কারণে। কিন্তু শতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিষদের সভাপতির মঞ্চে না থাকতে পারার যন্ত্রণা ভুলি কি করে? কি আর করা যায়, প্রটোকল বড় দায়!

শতবর্ষের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য পরিষদের নবীন প্রজন্ম বিশেষ করে সাম্প্রতিক অতীতকালের ছাত্র-ছাত্রীরা মাসাধিককাল জুড়ে যে গভীর নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করেছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। তাদের এই আবেগ উৎসাহকে সংহত করে পরিষদের 'ভবিষ্যৎ সংগঠক' হিসেবে তুলে ধরতে পারলে সেটাই হবে চিরস্থায়ী সম্পদ। সেটা হবে শতবর্ষ উদযাপনের সবচেয়ে বড় পাওনা। আরেকজনের কথা না বললেই নয়। অনুষ্ঠান স্থলে থেকে ব্যক্তিগত আনন্দ দূরে সরিয়ে রেখে নিষ্ঠাভরে নীরবে প্রায় একক উদ্যোগে ফেসবুক লাইভ করে অনুষ্ঠানের প্রচার করে গেছেন পুরুলিয়ার বিশেষভাবে সক্ষম বন্ধুটি।

এই শতবর্ষ উদযাপনের প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী পর্যায়ের অনুষ্ঠানগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা উপস্থিতি এবং পরামর্শে — এই প্রত্যাশা রাখি।

স্ত্রী শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

মালা সাহা
গ্রন্থাগারিক, কুবেরনগর হাইস্কুল (উঃমাঃ), নদীয়া

শিক্ষা সকলের অধিকার। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো শিক্ষা যেকোনো মানুষের প্রাথমিক চাহিদা। শিক্ষা মানুষের মনের ভেতরের শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু এই সমানাধিকারের প্রশ্নে অন্য সমস্ত কিছুর মত শিক্ষাতেও মেয়েরা বরাবর বঞ্চিত থেকে গেছে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি সমাজে মেয়েদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। মেয়েদের অবস্থার উন্নতি কিভাবে হবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বোঝা গেল শিক্ষাই একমাত্র পন্থা। স্বভাবতই উনিশ শতকের ইতিহাস ঘাটলে মনে হতে পারে আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের সুফল কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস অন্য কথা বলে। আমরা গার্গী, মৈত্রী এদের নাম খুঁজে পাই প্রাচীন ইতিহাসে। এখন প্রশ্ন হল যে তবে পরবর্তীতে নারীশিক্ষা পশ্চাদপদই বা কেন হল? কেনই বা নতুন করে নারীশিক্ষার আলোড়ন উঠল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে?

- **নারী শিক্ষার গোড়ার কথা:**

নারী শিক্ষার গোড়ার কথা বলতে গেলে বলতে হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষিত যুব সমাজ যখন এগিয়ে আসে, তখন ঘরে ঘরে কান পাতলেই শোনা যেত কিছু সাধারণ কথা — 'মেয়েরা পড়াশোনা করলে বিধবা হয়, মেয়েরা পড়াশোনা করলে অসতী হয়'।

শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র 'ভারতের নারী' গ্রন্থে (১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ/১৩২৬ বঙ্গাব্দ) লিখেছেন 'স্ত্রী শিক্ষা কখনো দোষের নহে, কিন্তু স্ত্রী জাতির শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার অনুরূপ হওয়া উচিত নহে'। 'স্ত্রী জাতি স্বাধীনা নহেন' সর্বসময়ে তাঁহারা পুরুষের অনুবর্ত্তিনী; শিক্ষিত চরিত্রবান স্বামী সচেষ্ট হইলেই সহজে সে শিক্ষাগ্রহণ করতে সমর্থ হইবেন'। 'সংসার ধর্মে সম্পূর্ণ শিক্ষিতা একজন নারী আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম. এ. পাস পুরুষ অপেক্ষা অনেকগুন শ্রেষ্ঠ'। যা পড়ে বোঝা যায় তৎকালীন প্রাচীনপন্থী শিক্ষিত ব্যক্তি নারী স্বাধীনতা বা সমানাধিকারের বিষয়ে উদার ছিলেন না। এসময়ে বিশেষ করে গ্রামবাংলার জনসাধারণের এক বিরাট অংশই ছিল নিরক্ষর, শিক্ষার আলোয় বঞ্চিত। বাংলার অধিকাংশ পুরুষই যেখানে অক্ষরজ্ঞানহীন, সেখানে গৃহলক্ষী মেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন কতখানি ওঠে তাও বিচার্য। কিন্তু এসময় আধুনিক ভাবনায় বিশ্বাসী বাঙালি সংস্কারকরা নারী কল্যাণেই মগ্ন ছিলেন এবং জনসাধারণের ব্যাপারে ছিলেন কম বেশি উদাসীন। আবার এটাও ঠিক সামগ্রিক চিত্র ছিল অন্যরকম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতকের সূচনায় আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামনি দেবী, হটি বিদ্যালঙ্কার, শ্যামমোহিনী দেবী, দ্রবময়ী দেবীদের বিদ্যার সুখ্যাতি ছিল যথেষ্ট। বাংলার অনেক জমিদার আর অভিজাত পরিবারেও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট চল ছিল। বর্ধমানের রাজপরিবার, কৃষ্ণনগর রাজপরিবার, শোভাবাজার রাজপরিবারও এ ব্যাপারে যথেষ্ট এগিয়েছিল। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে আরো একদল চেয়েছিলেন মেয়েদের সামনে শিক্ষার পর্দা উন্মোচিত হোক। শিক্ষার জন্যই শিক্ষা এই মতবাদে বিশ্বাসী ইয়ংবেঙ্গল ছিলেন নারী শিক্ষার গোড়া সমর্থক। এছাড়াও খ্রিস্টান মিশনারীরা ছিলেন। বাঙালি মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার স্বার্থেই তাঁরা চেয়েছিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হোক, উনিশ শতকের সূচনাতেই তাঁরা এ ব্যাপারে রীতিমত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এই নবজাগরণকে ভিত্তি করেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে Rev. W. H. Pears এর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত Calcutta Juvenile Society তে ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াল আট। প্রথম দিকে শিক্ষিকা পাওয়া না গেলেও ১৮২০ তে একজন দেশীয় শিক্ষিকা পাওয়া যায়। এবং ধীরে ধীরে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বালিকা বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুন স্কুল, প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠিত হয় নিবেদিতা স্কুল যার উদ্বোধন করেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুযোগ্য সহধর্মিণী সারদাদেবী। এত কিছু সত্ত্বে যুগান্তকারী কোন পরিবর্তন এসময় লক্ষ্য করা গেলনা। কারণ অনেকে কিছু কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা ও অন্তঃপুরশুচিতা স্ত্রী শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই নারী শিক্ষার প্রাথমিক ব্যর্থতাই চূড়ান্ত নয়। স্ত্রী শিক্ষার পরবর্তী ইতিহাসই তাঁর প্রমাণ।

* Email : mala.s.1988@gmail.com
* দূরভাষ - ৭০৬৩১ ৩৯৬৬৯

- **তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা:**

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের ফলে যখন মানুষ প্রথাগত শিক্ষার প্রতি ক্রমশই ধাবমান হচ্ছে তখনও নারী পুরুষের শিক্ষার হারের পার্থক্য যথেষ্ট অসন্তোষজনকই থাকলো। শুধু তাই নয় অশিক্ষিত মহিলারা শিক্ষার উৎকর্ষতা সম্বন্ধেও ছিল উদাসীন। এবং খুব সাধারণ ভাবেই পরিবারের সমস্ত ঠিক ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র পুরুষেরই কুক্ষিগত ছিল। যার ফল ছিল সমাজ তথা দেশের জন্য ভয়ানক।

- **ভারতবর্ষে নারী শক্তির ক্ষমতায়ন:**

census report ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ১২১ কোটি। যার মধ্যে ৫৮৬৪৬৯১৭৪ জন মহিলা। নারী পুরুষের শিক্ষার হারের প্রভেদ ১৬.৭%। আসলে ভারতবর্ষে নারীর শিক্ষা তথা ক্ষমতায়ন অনেকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন ভৌগোলিক পরিবেশ, শিক্ষার সামাজিক পরিবেশ (যেমন অনগ্রসর জাতি ও উপজাতি) এবং বয়স। নারী মুক্তি বা নারী প্রগতির ওপর অনেক প্রকল্প বর্তমানে রাজ্য তথ্য দেশে চলছে। এবং সেগুলো অবশ্যই মেয়েদের শিক্ষা স্বাস্থ্য অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ওপর নজর রেখে। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল —

- ❖ Rashtriyo mahila kosh (1993)
- ❖ Beti banchao beti parao
- ❖ Kanyashree
- ❖ RGSEAG (2010)
- ❖ UJJWALO (2007)
- ❖ Scheme for gender budgeting

- **নারীপ্রগতি, নারী শিক্ষা ও গ্রন্থাগার:**

নারী প্রগতি বা নারী ক্ষমতায়নের মূল উদ্দেশ্য হল সমানাধিকার। সামাজিকক্ষেত্রে, শিক্ষারক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক সমানাধিকার। এবং দ্বিধাহীন ভাবে একথা বলা যায় এই বিষয়ে সচেতনতা নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বাড়ানোর চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। এবং এই সমানাধিকার বা এই সচেতনতার প্রশ্ন একেবারে পরিবার থেকেই শুরু হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানসংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ করা হয় তাকেই গ্রন্থাগার বলা হয়। জ্ঞান চর্চার অন্যতম উপকরণ বই, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি সংরক্ষণের কেন্দ্র হচ্ছে গ্রন্থাগার। এজন্য গ্রন্থাগারকে বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। গ্রন্থাগার যেহেতু সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বশিক্ষার এক অনবদ্য মাধ্যম, তাই গ্রন্থাগার এর অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এই বিষয়ে গ্রন্থাগারের অবশ্য পালনীয় কয়েকটি বিষয় —

- ♦ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা বিষয়ে ইতিবাচক প্রকল্পগুলিকে যথাসম্ভব সংঘবদ্ধ করে তার নথিপত্র তৈরী করে গ্রন্থাগারে তার প্রতিলিপি রক্ষণ করা।
- ♦ নারী শিক্ষা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক আলোচনাসভার আয়োজন করা।
- ♦ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে মহিলা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সচেতনতামূলক কিছু পত্রিকা ও পুস্তক রাখার প্রয়াস করা।
- ♦ সপ্তাহে বা মাসে একদিন করে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করা।
- ♦ সাধ্যমত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের একইভাবে এই সচেতনতা প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা।
- ♦ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে NGO এর সাহায্যে গ্রামবাংলার মেয়েদের মধ্যে স্বরোজগারের উদ্দেশ্যে বীজ বপন করা ও আত্মমর্যাদা এবং স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা।
- ♦ পাবলিক লাইব্রেরিতে একটি বিশেষ সময় ধার্য করা যেতে পারে, যে সময়ে গৃহবধূরা লাইব্রেরিতে যোগদান করতে পারে এবং রেডিও বা টেলিভিশন বা ইন্টারনেট এর সাহায্যে নারী অধিকারের আইনগত দিকটিতে তাদের সজাগ করা যেতে পারে।
- ♦ বিভিন্ন বয়সের মহিলাদের একত্রিত করে সভার আয়োজন করা যেতে পারে এবং এভাবে তাদের সাংস্কৃতিক মানসিকতাকে উদ্বুদ্ধ করে মানসিক চেতনাকে আলোকিত করা যেতে পারে। এবিষয়ে আমরা উদাহরণ দিতে পারি August meeting এর। এটি দক্ষিণ পূর্ব নাইজেরিয়ার একটি বিখ্যাত অনুষ্ঠান যেখানে মেয়েরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে

নারীর স্বাধিকার নিয়ে আলোচনা করে, এবং এই অনুষ্ঠানে Association of women librarians of Nigeria (AWLIN) এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

- ♦ পাবলিক লাইব্রেরিকে যথাসম্ভব সচেষ্ট থাকতে হবে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও মহিলা অধিকার বিষয়ক নথিপত্র সংরক্ষণ এর বিষয়ে।

- **উপসংহার:**

কবিগুরু বলেছেন 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার'। আর এই অধিকার অর্জনের অভীপ্সা সুপ্ত হয়ে প্রত্যেক নারীর অন্তরেই বিদ্যমান। নারীর অন্তরেই বিদ্যমান নারী শক্তি। আর তাতে আয়না ফেলতে পারে গ্রন্থাগার। জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র পারে শিক্ষার মাধ্যমে নারী শক্তির উন্মেষ ঘটাতে এবং তাদের মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটাতে। একই সাথে একথাও ঠিক প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককেই নিজেদের সামাজিক দায়ভার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে, এবং তবেই সমাজের সার্বিক উন্নতি প্রচেষ্টা সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে।

- **তথ্যসূত্র:**

১. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস / স্বপন বসু, কলকাতা: পুস্তকবিপণি, ২০১৪, (পৃ: ১৫২-১৬৫)

২. ভারতের নারী / শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ২০০২, (পৃ: ১০-১২)

৩. Bhat, Rouf Ahmad : "Role of education in the empowerment of women in India". Journal of education and practice, 2015. Available online at https://files.eric.ed.gov/fulltext/Ej1081705.pdf Retrieved at June 02 2018

৪. নিজস্ব কর্মরত অভিজ্ঞতা

TI
TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9
Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

আমাদের রবীন্দ্রচর্চা : পঞ্জির সন্ধানে

প্রদোষকুমার বাগচী
গ্রন্থাগারিক, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পাঠাগার

যে কোন সাহিত্যের সামগ্রিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় তথ্যপঞ্জি বা গ্রন্থপঞ্জির গুরুত্ব যে অপরিসীম সেকথা এখন সকলেই স্বীকার করেন। জাতির চিন্তা-চেতনা, রুচি-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা কোন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে তা বোঝার একটি বিশিষ্ট উপায় হলো এই ধরণের পঞ্জি অনুসরণ করা। তা যদি রবীন্দ্র-প্রতিভা ও রবীন্দ্র-চর্চার বিষয় হয় তাহলেও। সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা, ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে যদিও একাজ শুরু হয়েছিল কবির জীবদ্দশাতেই, কিন্তু সেকাজ প্রায় সবই হয়েছিল বিচ্ছিন্নভাবে, ব্যক্তিগত স্তরে। ফলে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জিগুলির মধ্যে রয়ে গেছে নানা সীমাবদ্ধতা, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো রয়ে গেছে তথ্যগত সংশয়ও। সেই সীমাবদ্ধতা, সংশয় কাটিয়ে উঠে কবির জন্মের ১৫০তম বর্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যপঞ্জি সংকলনের একটা উদ্যোগ যদি আমরা গ্রহণ করতে পারতাম বহুজনের সম্মিলিত চেষ্টায় — রবীন্দ্র-অনুসন্ধান, অনুশীলন ও গবেষণার পথ তাহলে আরো উন্মুক্ত, আরো প্রশস্ত হতো নিশ্চয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা সে উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়নি। ফলে একটা অপূর্ণতা থেকে গেল। এই অপূর্ণতা হয়তো একদিন পূর্ণ হবে ঠিকই। কিন্তু যতদিন না এই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এমনকি তারও পরে রবীন্দ্রকেন্দ্রিক পঞ্জিকে কেন্দ্র করে সেই ব্যক্তিগত মহান উদ্যোগগুলির কথা আমাদের মনে পড়বে, বার বার আলোচিত হবে। সমালোচনাও হয়তো হবে অনেক, ব্যর্থতার, অক্ষমতার দিকগুলিও উন্মোচিত হবে। আবার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যপঞ্জি সংকলনের যাত্রাপথে সেই অভিজ্ঞতাগুলি চলার পথের পাথেয় হিসাবেই বিবেচিত হবে। অবশ্য এই আলোচনায় গ্রন্থপঞ্জি সহ রবীন্দ্র-কেন্দ্রিক সমস্ত ধরণের পঞ্জির কথা তুলে ধরা হচ্ছে না। শুধুমাত্র রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি ও রবীন্দ্রসংগীত পঞ্জি সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাধারণভাবে গ্রন্থপঞ্জি বলতে মুদ্রিত যাবতীয় গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এমনকি পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, ভাষণ ইত্যাদির তালিকা বোঝায়। অবশ্য এভাবে দেখলে গ্রন্থপঞ্জিকে যতটা সহজ সরল বলে মনে হয় আসলে তা নয়। এ এক অত্যন্ত জটিল বিষয়। তার তত্ত্বগত ও আদর্শগত দিক বাদ দিলেও শুধু সংজ্ঞা নিয়েও বিতর্ক কম নেই — একি শুধুই বইয়ের তালিকা হবে না আরো অন্য কিছু? তাছাড়া একটা গ্রন্থপঞ্জির মধ্যে কী থাকবে না থাকবে, তার উদ্দেশ্য কী হবে, আন্তর্জাতিক স্তরে তারও একটা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা পেতে জলঘোলা হয়েছিল বিস্তর। সময়ও লেগেছিল অনেক। বাংলার গ্রন্থপঞ্জিকারদের মধ্যেও এসব ভাবনা চিন্তার প্রভাব পড়েছিল। পরে প্রায় সকলেই গ্রন্থপঞ্জিকে একটি মান্য রীতিবদ্ধ তালিকা হিসাবেই কম বেশি গ্রহণ করেছেন। তার প্রতিফলন ঘটেছিল বাংলার গ্রন্থপঞ্জি জগতেও। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি সংকলনেও সেই ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি বলতে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অন্যান্য লেখকের লেখা যাবতীয় গ্রন্থ ও রচনার তালিকা বোঝায়। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা গ্রন্থের তালিকা নিয়েও গ্রন্থপঞ্জি হতে পারে। আবার রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলিকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর অন্যান্যদের লেখা গ্রন্থগুলিকে তালিকাবদ্ধ করেও গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করা যায়। নির্দিষ্ট কাল ধরেও গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করা যেতে পারে। কীভাবে সংকলন করা হবে, বিন্যাস কী ধরণের হবে, কাদের কথা ভেবে সংকলন করা হবে, ভৌগোলিক পরিসীমা কী হবে, বিষয়ের পরিধি কতটা হবে, সে সম্পর্কে আগে থেকেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে না পারলে গ্রন্থপঞ্জির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। যেমন তেমন ভাবে একটি তালিকা তৈরি করা গ্রন্থপঞ্জিকারের লক্ষ্য হতে পারে না। সংকলক একজন দুজন বা তার বেশিও হতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও সংকলকের ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের পৃথক পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে বলে গ্রন্থপঞ্জির চরিত্রও হয় ভিন্ন ভিন্ন ধরণের।

বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা ও রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে আলোচনা করার সমস্যা অনেক।

* দূরভাষ - ৯৮৩১৯ ২৫৮৫৩

প্রথমত, রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জির সংখ্যা কত বলা মুশকিল। এসব নিয়ে গবেষক-লেখক-বাঙালির তেমন কোন জিজ্ঞাসা আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া কে কোথায় দিবা-নিশি এক করে রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি বা রচনাপঞ্জি সংকলন করে চলেছেন, প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনসহ কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট হয়ে একের পর এক গ্রন্থাগার ঘুরে চলেছেন শব্দহীন পায়ে, ক্লান্তিহীন প্রয়াসে তৈরি করে চলেছেন রবীন্দ্রগ্রন্থের তালিকা — তার কোনও একটা ক্ষণে নীরবে নিভৃতে প্রকাশিত হয়ে গেল কিনা কোনও রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি, তার খবর কে রাখে। যাঁরা প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর রাখেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁদের অভিনিবেশের বিষয়, তাঁদের কথা আলাদা। সে সংখ্যা নগণ্য। যতই বলা হোক না কেন বাঙালির হৃদয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ, অন্তরের টানে গ্রন্থপঞ্জি হাতে নিয়ে বাঙালি গবেষক ও পাঠক তাঁর বিচিত্র কৌতূহল মেটাচ্ছেন ও ভবিষ্যতের জিজ্ঞাসা নিবারণের কথা ভেবে সে সব সংগ্রহ করছেন বা অন্যকে সংগ্রহ করার কথা বলছেন, এমন মানুষের সংখ্যা বিরল। একথায় অনেকে হয়তো উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু গড়পড়তা বাঙালি গবেষক ও পাঠকের গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই। বহু গ্রন্থপঞ্জিরই শত শত কপি অনাদরে পড়ে থাকে প্রকাশকের ঘরে। বছরের পর বছর। বিকোয় না। কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্খ ঘোষের একটি লেখা পড়ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তথ্যজ্ঞানে আজ আমরা যে অনেকটাই সমৃদ্ধ হয়েছি সে কথাই তিনি তাঁর অনুনকরণীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তার মাঝেই গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কে তাঁর মনের কোনে একটা বেদনা যেন প্রকট হয়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন —

> ''বেশি লোকের অবশ্য কাজে লাগে না এসব বই। ... সেই সঙ্গে এই তথ্যও একটু মজার লাগতে পারে যে ১৯৭৩ সালে ছাপা পুলিনবিহারীর 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী' বইটি গত পাঁচ বছর জুড়ে বিক্রি হয়েছে শুধু একশো চল্লিশ কপি। মজার, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু কষ্টের কি নয়?'' (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তথ্যজ্ঞানে আজ আমরা অনেকটাই সমৃদ্ধ, আনন্দসঙ্গী-১)

এই যখন বাস্তবতা তখন রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে আলোচনা অনেকের কাছেই অনুপযোগী ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে, কোন বিশেষ গ্রন্থপঞ্জির বিশেষ কোন দিক নিয়ে আলোচনা অবোধ্যও ঠেকতে পারে। গ্রন্থপঞ্জির অনুশীলন ও ব্যবহারে গবেষক ও পাঠক সমাজের সচেতনতার অভাবই হয়তো তার কারণ। তাহলেও রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা তাতে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে তাঁর জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রচর্চার যে প্রসার ঘটেছে তাতে রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনায় বিভিন্ন লেখকের নতুন নতুন দুয়ার উন্মোচন ও নব নব ক্ষেত্র কর্ষণের যে তাগিদ আমরা দেখতে পাই তাতে অভিভূত হতে হয়। বাঙ্গালির পরম্পরাগত সেই তাগিদ ও নির্মাণ সম্পর্কিত বোধ ও ভাবনার বিশাল বিচিত্র জগতের সামনে পাঠককে এনে দাঁড় করাতে গ্রন্থপঞ্জির ভূমিকা যে অনেকটাই, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞরা অন্তত একথা স্বীকার করবেন — এই ভরসা করাই যায় নাহলেও ক্ষতি নেই। চর্চায় ও অনুশীলনে গ্রন্থপঞ্জি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার দায়ভার যাঁরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাঁরাই সে কাজ অব্যাহত রাখবেন। অতীতেও রেখেছেন, আজও রাখছেন। সেই ইতিহাসও একেবারে অনুজ্জ্বল নয়।

প্রথম রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জির প্রকাশ

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জির আত্মপ্রকাশ কবির জীবদ্দশাতে, ১৯৩৯ বঙ্গাব্দে। আর এই আত্মপ্রকাশের কথা উঠলেই আমাদের মানসপটে যে মানুষটির কথা সর্বাগ্রে ভেসে ওঠে তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা অগ্রপথিকের। যদিও বাংলা আকরগ্রন্থের জগতে গ্রন্থপঞ্জির চর্চা একেবারে নতুন নয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ্। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত (১৮৫২) 'গ্রন্থাবলী : অর্থাৎ লঙ্ সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত বঙ্গভাষার পুস্তক সকলের নাম' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করে বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। বাংলা গ্রন্থপঞ্জির সঙ্গে বাঙালির সেই প্রথম পরিচয়। পরে ১৪০০ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা (১৮৫৫), বাংলা গ্রন্থের তালিকা (১৮৬৭) সংকলন করে তিনি অসামান্য কাজ করে যান। এভাবে বাংলা গ্রন্থপঞ্জির শুভ সূচনা ঘটলেও বহুদিন পর্যন্ত বাংলার বিদ্বোৎসমাজ গ্রন্থপঞ্জি সংকলনে সে ভাবে এগিয়ে আসেন নি। তারপর একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে সামান্য কিছু প্রয়াস ছাড়া বাঙালির বলার মতো কিছু নেই। এই রকম এক প্রেক্ষাপটে প্রভাতবাবুর রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জির প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তারপর গ্রন্থপঞ্জি যা প্রকাশিত হয়েছে সবই স্বাধীনতার পর।

মাঝে মাঝে মনে হয় আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যতো গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা যদি আমাদের হাতের কাছে থাকতো, তাহলে অন্তত বলার মতো একটি বিষয় হতো, যে শুধু উন্নত দেশগুলিতে নয়, এই কর্তাভজার দেশেও আমরা বলতে পারতাম আমরাও পারি — আমাদের হাতেও রয়েছে একটি গ্রন্থপঞ্জির গ্রন্থপঞ্জি! তাহলে থিওডোর বেস্টারম্যান সংকলিত 'ইনডেক্স বিবলিওগ্রাফিকাস' বা 'আ ওয়ার্ল্ড বিবলিওগ্রাফি অব বিবলিওগ্রাফিস'-এর মতো বইগুলির পাশাপাশি আমাদের গ্রন্থপঞ্জির গ্রন্থপঞ্জিকে নিয়েও কিছু কথা হয়তো বলতে পারতাম, তুলনা করে দেখতে পারতাম, তর্ক-বিতর্ক করা যেতো। নিদেনপক্ষে রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জির সংখ্যাটা সহজেই জেনে নেওয়া যেতো। তবুও, আমাদের সবকিছু শুধুই অন্ধকার তা তো নয়, কিছু মানুষ তো আজও আছেন, যারা নীরবে কাজ করে চলেছেন। একটা সময় এই ভাবনা অনেকেরই মনে উঁকিঝুঁকি দিত যে প্রভাতবাবু প্রয়াত হয়েছেন, পুলিনবাবুও আজ নেই, — তাহলে আমরা কার কাছে যাব আর। শঙ্খবাবুও আজ নেই। কারা আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন। কিন্তু না, তাঁদের উত্তরসূরিরা রয়েছেন। একটি হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে এপার ওপার দুই বাংলা মিলিয়ে বাংলা গ্রন্থপঞ্জির সংখ্যা কমবেশি ১৩০টি! কিন্তু কারা করলেন এসব? সমাজের কোন স্তরে তাঁদের অবস্থান?

কমবেশি ১৩০টি গ্রন্থপঞ্জির এই হিসাবটি ২০০৬ সালের। (দ্রঃ বাংলা আকরগ্রন্থ তথ্যের সন্ধানে)। তারপরেও একাধিক গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত হিসাব যে এটা নয় বলাই বাহুল্য। প্রকৃত সংখ্যা জানতে গেলে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তাহলেও উপরোক্ত সংখ্যাটি একেবারে নগণ্য নয়, আবার বাংলা গ্রন্থপঞ্জির প্রায় ১৭৫ বছরের ইতিহাসে খুব গৌরবজনকও কিছু নয়। তবুও এটা আনন্দের কথা, বাঙালির গ্রন্থপঞ্জি সংস্কৃতির যতই দুর্বলতা থাক না কেন, একটু মাথা উঁচু করে বলবার কথা যে, এখনো পর্যন্ত যত গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই। সেদিক থেকে বলা চলে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নেই নেই করেও যেটুকু গ্রন্থপঞ্জি-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার বিরাট পরিসর জুড়ে রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জির-ই অবস্থান। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই তথ্য জানতে পারাটাও কম প্রাপ্তি নয়।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জির আত্মপ্রকাশ সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আখ্যাটিও ছিল সংক্ষিপ্ত — শুধুই 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪+৭০। এতে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্র নিচয়ের একটি পূর্ণতর সূচি ও রবীন্দ্রনাথ রচিত মুদ্রিত পুস্তকের প্রথম সংস্করণের তালিকা। একেবারে গোড়া থেকেই পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হয়েছিলেন প্রভাতবাবু। এতো শুধুমাত্র কিছু উপাত্ত সংকলনের ব্যাপার নয়, যেখানে যা পাওয়া গেল তাই একসঙ্গে করে একটা তালিকা বানিয়ে দেওয়া গেল — এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংকলকের বিচারবোধ ও বিষয় সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি। অর্থাৎ কোন তথ্য থাকবে, কোনটি বর্জন করতে হবে, কী হবে তার বিন্যাস — সব আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে সংকলনের কাজে হাত দেওয়া। তারপর 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) থেকে শুরু করে 'সঞ্চয়িতা' (১৯৩১) পর্যন্ত মোট ২৪৮টি গ্রন্থের উল্লেখে সংকলনের কাজ শেষ করেছিলেন পরম নিষ্ঠায়। প্রভাতবাবুর এই সূচিগ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট ছিল গ্রন্থোৎসর্গ বিবরণ। বিস্মৃত কয়েকটি পুস্তিকার নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এতে।

সেই যে প্রথম 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রত্যক্ষ করলেন সুধী সমাজ, তারপর টানা এক দশকের মধ্যে এতদ্বিষয়ক কোন গ্রন্থপঞ্জি সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি। এই একদশক ধরে কতবার কতভাবে যে এই সূচি গ্রন্থটির ব্যবহার হলো, কতো গবেষণার মুখ খুলে গেল, তার কোন শেষ নেই। শুধু ঐ সময়ের জন্য নয়, তারও পরে উক্ত গ্রন্থপঞ্জির ব্যবহার কম হয়নি। এমনকি আজও বিবিধ গ্রন্থপঞ্জির ভিড়েও তার ব্যবহারযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা এতটুকু ম্লান হয়নি। আত্মপ্রকাশের পর থেকেই তো এই গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে কত আলোচনা সমালোচনা। সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলোর ধূলো সরিয়ে এই সব সমালোচনার দিকে একটু চোখ বোলালেই তৎকালীন বাংলায় সেই গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার একটা আঁচ পাওয়া যায়। তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে 'প্রবাসী' ছিলো অন্যতম। প্রভাতবাবুর এই বইটির সমালোচনার জন্য 'প্রবাসী'র সম্পাদককে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রভাতবাবুর কাজ নিয়ে সমালোচনা করা তো আর যেমন তেমন লোকের কম্ম নয়, ফলে 'প্রবাসী'র পক্ষ থেকে সেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উপর। তিনি লিখেছিলেন —

> ''আমাদের যুগ রবীন্দ্রনাথের যুগ একথা সর্ববাদীসম্মত হইলেও দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা আলোচনা করা উচিত, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিতর যতটা গভীর ভাবে প্রবেশ করা উচিত তাহার কিছুই হয় নাই। আমরা হয় 'মিষ্টিক'

বলিয়া দূরে রাখি, নয় কবিগুরু বলিয়া দূর হইতে সম্বর্ধনা করি, নয় দুই চারিটি বাণী আওড়াইয়া রসজ্ঞানের পরিচয় দিই। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাতবাবু রবীন্দ্রনাথের ১৬ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া গত ৫৭ বৎসরের মুদ্রিত রচনার সময় ও বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে পাঠকদের যে কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সন তারিখের ঠিকানা সাহিত্যিকের নিকট নিতান্ত হেয় নয়, একেবারে বর্জন করিবার মতো নয়, চিন্তা প্রগতি বুঝিবার পক্ষে কালের পরিমাপ যে আমরা অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্য-পিপাসু বাঙালী পাঠক প্রভাতবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিল।"

তবে গ্রন্থটির কোথাও প্রকাশকালের উল্লেখ না দেখে তিনি যেমন অবাক হয়েছিলেন আবার একই পুস্তিকার দু'জায়গায় দু'রকম দাম দেখে কিছুটা বিভ্রান্তও হয়েছিলেন। সমালোচনায় সেকথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন —

"পুস্তিকাখানার প্রকাশকাল কোথাও দেওয়া হয় নাই, ১৩৩৮ সালের বিবরণ পর্যন্ত আছে। ঐ বৎসরেই কি উহা প্রকাশিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে? প্রচ্ছদপটে।।০ টাকা মূল্য এবং তাহার পরের পৃষ্ঠায় অন্য মূল্য নির্ধারিত আছে, ইহার অর্থও বোঝা গেল না।"

অনেকে অবশ্য মনে করেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক থাকার সুবাদে এই ধরণের পঞ্জি সংকলনে প্রভাতবাবুর সুবিধা ছিল তুলনামূলক বেশি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তদুপরি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যমেরও কোন ঘাটতি ছিল না। এই সব কিছুর মিলিত ফল এই রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি। তাঁর কাজের ধরণটিও ছিল বিশিষ্ট। গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের শাস্ত্রীয় রীতি বিধান সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তবে যান্ত্রিকতার মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি। উদ্দেশ্যর চেয়ে পদ্ধতিকে বড় করে দেখেননি আবার উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে পদ্ধতিকেও অবহেলা করেননি। গ্রন্থোৎসর্গ বিবরণ ও বিস্মৃত পুস্তিকার তালিকা তুলে ধরে গ্রন্থপঞ্জিটিকে মনোগ্রাহী করে তোলার ক্ষেত্রে যে বিচারবুদ্ধির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা যে-কোন পঞ্জিকারের কাছেই শিক্ষণীয়। তাছাড়া সময়ের পরিপ্রেক্ষিতটাও ভাবতে হবে। তিনি যখন এই গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করেন তখনো বাঙালির গ্রন্থপঞ্জি-সংস্কৃতি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না বললেই চলে। এই ধরণের গ্রন্থ ছাপানোর কথা শুনলে বহু প্রকাশকই ভয়ে পিছিয়ে যেতেন। ঝুঁকি নিয়ে গ্রন্থপঞ্জি ছাপিয়ে বাজারে নেমে পড়ার সাহস ও সামর্থ্য সকলের ছিল না। কিন্তু থেমে থাকেননি প্রভাতবাবু। তিনিই প্রথম সংকলক যিনি রবীন্দ্রনাথের মতো মহান এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের মাধ্যমে একটা নব-সংস্কৃতির জন্ম দিলেন। নব-সংস্কৃতি এই অর্থে যে গ্রন্থপঞ্জির বিশাল জগতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলায় লেখক-কেন্দ্রিক গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশের ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শক হয়ে রইলেন। সেদিক থেকে দেখলে তাঁর অন্যান্য অবদানের কথা যদি বাদও রাখা যায় — কেবলমাত্র রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জি সংকলন ও সম্পাদনার ব্যাপারে — যেভাবেই তাঁর মূল্যায়ন করা হোক না কেন, আরো বহুদিন পর্যন্ত যে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনি বিরাজ করবেন, সন্দেহ নেই।

সলতে পাকিয়েছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি সংকলনে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন — ইতিহাস এই কথাই বলবে। কিন্তু সব সূচনারই সূচনা থাকে — অনেকটা, সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর জন্য সকালে সলতে পাকানোর মতো। এই সলতে পাকানোর আয়োজন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়। ১৩২৮-২৯ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রপরিচয়' প্রবন্ধমালায় ছড়িয়ে রয়েছে তার নিদর্শন। এই প্রবন্ধমালা তৎকালীন সুধীসমাজে রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার পরিধিকে অনেকটাই প্রসারিত করতে পেরেছিল। বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ পুলিনবিহারী সেনের মতে —

"এই প্রবন্ধগুলি সূচী-সংকলন মাত্র নহে, সূচী সংকলনের সহিত তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় নাই — এই প্রবন্ধমালায় তিনি বনফুল, কবিকাহিনী ও রুদ্রচণ্ড এই তিনখানি বইয়ের আলোচনা করেন; প্রসঙ্গকর্মে বহু তথ্য এগুলিতে সন্নিবিষ্ট হয়।"

বছর কয়েক পর অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের প্রচেষ্টায় 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জি প্রকাশিত হতে শুরু করে। শুরুটা ভালোই হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল দুজনে দুভাবে এগোবেন। ব্রজেন্দ্রনাথবাবু মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করবেন আর

সজনীবাবুর কাজ হবে বেনামে ও ছদ্মনামে রবীন্দ্ররচনার তালিকা প্রকাশ করা। রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে তখন এই শনিবারের চিঠি ধরেই নানান আলোচনায় উঠে আসতো রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জির কথা। অনেকেই ভেবে নিয়েছিলেন আর কিছু নাহোক রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জির কাজ অব্যাহত রাখতে পারবে শনিবারের চিঠি। কিন্তু থাকেনি। পুলিনবাবু লিখেছেন—

> ''এই আলোচনা-প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মুদ্রিত (স্বাক্ষরহীন) কবিতা 'অভিলাষ' আবিষ্কৃত হয়; আরো অনেক গদ্য পদ্য রচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়।''

'অভিলাষ' আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ছদ্মনামেও লেখালেখি করতেন সেই প্রসঙ্গও আলোয় নিয়ে এসেছিলেন প্রথম সজনীবাবুই। পরে শনিবারের চিঠির 'রবীন্দ্র-স্মরণ-সংখ্যা'য় এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—

> '১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে আমরা ''রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'' প্রকাশ করিতেছিলাম; ঐ সালের চৈত্র পর্যন্ত ছয় মাস উহা ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল। ১৩০১ সালে (১৮৯৪) প্রকাশিত 'কথা-চতুষ্টয়' পর্যন্ত আসিয়া আমরা থামিয়া গিয়াছিলাম। কেন থামিয়াছিলাম, তাহা এখন মনে নাই; সম্ভবত ঐ কার্য্যে যে অমানুষিক পরিশ্রম আবশ্যক, শরীরে ততটা পরিশ্রম সহিতে ছিল না। পুস্তকগুলির প্রকাশ-তারিখের জন্য বেঙ্গল লাইব্রেরি (সেক্রেটারিয়েট), ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি ও যাঁহাদের কাছে রবীন্দ্র-পুস্তক-সংগ্রহ আছে, তাঁহাদের নিকট দৌড়ঝাঁপ এবং পুরাতন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকের সহিত সেগুলি মিলাইয়া রচনাপঞ্জী প্রস্তুত করা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। আজ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেকে রচনাপঞ্জির পুনঃপ্রকাশ প্রার্থনা করিতেছেন; রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই কর্ত্তব্যপালনের কথা আমাদেরও মনে হইয়াছে। সুতরাং আবার রচনাপঞ্জিতে হাত দিতেছি।...'

সে কাজ আর শেষ হয়নি, তবে যেটুকু হয়েছিল তার উপরে আলোচনা সমালোচনাও হয়েছিল বিস্তর। 'অভিলাষ' আবিষ্কারের ঘটনায় শুধুমাত্র রবীন্দ্রভক্তরাই নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই প্রয়াসে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। সজনীবাবুর অনুরোধে ১৯৩৯-এর ২১শে নভেম্বর এই রবীন্দ্রতালিকা প্রসঙ্গে তিনি একটি মন্তব্যও লিখে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। কবির জীবদ্দশায় মন্তব্যটি আর শনিবারের চিঠিতে ছাপানো হয়নি। ছাপানো হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর। এই পরে ছাপানোর ব্যাপারটিও বেশ চিত্তাকর্ষক। সজনীবাবুর নিজের কথায়—

> ''রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতে আমাদের উপদেশ দিতে ও ভুলভ্রান্তি নির্দ্ধারণ করিতে তিনি ছিলেন। আজ তিনি নাই, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আছে। সেদিন যদিও আমাদের প্রামাণিকতার প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন ছিল না, তবু পাঠক-সাধারণের দরবারে তাঁহার অবর্ত্তমানে একদিন ছাড়পত্র প্রয়োজন হইবে জানিয়া তাঁহাকে দিয়া উহা লিখাইয়া লইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার যে আমাদের আছে, এই প্রশংসাপত্রে তাহার প্রমাণ মিলিবে। রবীন্দ্রনাথকে দিয়া তাঁহার বহু নামহীন রচনার আমাদের প্রস্তুত তালিকায় সহিও করাইয়া রাখিয়াছি। সেই তালিকাও এই রচনাপঞ্জিতে ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।''

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রটি ছাপিতে আমাদের সঙ্কোচ ছিল, তাঁহার জীবিতকালে ইহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এখন হইয়াছে।

কেন? সেই উত্তরও তিনি দিয়ে গেছেন সেই লেখাতেই। তিনি লিখেছেন—

> ''কারণ দেখিতেছি, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ও পূর্ব্বে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক পত্রে ও সাময়িক-পত্রের বিশেষ সংখ্যায় আমাদের আবিষ্কৃত মাল-মশলা ব্যবহৃত হইয়াছে, অথচ আমরা হিসাব হইতে বাদ পড়িয়াছি। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক। সেই প্রবৃত্তির বশে আমরা আমাদের কৃতিত্বের দলিলটি ছাপিলাম।''

ভাবলে কেমন যেন অবাক মনে হয়। টুকে মেরে দেওয়ার প্রবৃত্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করার মানসিকতা আজকের নয় তাহলে! সজনীকান্ত দাসকেও তাহলে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে রাখতে হয়েছিল ভবিষ্যতের কথা ভেবে! সে যাই হোক — এই আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, তাছাড়া কথা প্রসঙ্গে অনেকেরই নানা অপ্রিয় কথা হয়তো মনে পড়তে পারে। আমরা বরং একবার দেখে নিতে পারি কী লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

''শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা ''অভিলাষ'' তাঁহার অভিনব আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি নাটকের অধিকাংশ কবিতা এবং গান যে আমার রচনা তা সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। হিন্দু মেলায় দিল্লি দরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত কবিতাটি ''স্বপ্নময়ী''তে আত্মগোপন করেছিল সেটাও সজনীকান্তের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। সজনীকান্ত প্রদত্ত নিম্নলিখিত রচনাগুলি নিঃসংশয়রূপে আমার। কিন্তু পরবর্তী তালিকার রচনাগুলি সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হতে পারিনি। আমি যে দিকশূন্য ভট্টাচার্য ও অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর ইত্যাদি ছদ্মনামে এককালে অনেক লেখাই লিখেছি তা জেনেও বেশ কৌতুক বোধ করছি। এখানে বলা আবশ্যক শেষোক্ত নামটি কোনো লেখক অন্য কোনো কোনো রচনায় আত্মসাৎ করেচেন বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।''

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সজনীকান্ত দাস সংকলিত এই গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর আগ্রহ ছিল শুধু নয়, তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন — এই বিস্ময় তাঁর সংকলকের প্রতিও। নিজের ছদ্মনামে লেখাগুলি পুনরায় দেখতে পাওয়ার আনন্দ, বিস্মৃতির অতলে চলে যাওয়ার রচনা পুনরুদ্ধারের আনন্দ তিনি গোপন রাখেন নি, বরং কৌতুক বোধ করেছিলেন। তবে গ্রন্থপঞ্জির সবটা তিনি অনুমোদন করেননি, কিছু ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধা ছিল। একটা গ্রন্থপঞ্জিকে কেন্দ্র করে কবির এই যে অকপট প্রতিক্রিয়া সেই সূত্রে গ্রন্থপঞ্জি সংকলন প্রসঙ্গে কবির মনোভাব বুঝে নেওয়ার প্রয়াস কি কেউ করেছিলেন? সম্ভবত না। অথচ একটা সুযোগ ছিল, তাহলে হয়তো অন্য একটা ভাবনায় আমাদের গ্রন্থপঞ্জি জগৎ আলোড়িত হতে পারতো। হয়তো গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে নির্বিচার সংকলনের বিপক্ষেই তিনি মত প্রকাশ করতেন। কারণ কোন কোন রচনার একাধিক খসড়া তিনি তৈরি করেছিলেন। সব খসড়াই গ্রহণযোগ্য এমন ভাবনা গ্রন্থপঞ্জিকারের মনে উঁকি দিলেও লেখক হিসাবে সে ভাবনা তিনি বাতিল করতে পারতেন। তাছাড়া পুনরায় তাঁর সব রচনার উদ্ধার করার প্রয়োজন আছে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন আজও আছে, আগেও উঠেছিল, এবং সেটা কবির জীবদ্দশাতেই। কবিও নীরব ছিলেন না। মৃত্যুর বছর কয়েক আগে সম্ভবত এসব দেখে কিছুটা আত্মসমালোচনার সুরে তিনি লিখে গিয়েছিলেন —

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্য যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে,

বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা —
আবর্জনারে বর্জন করি যদি

চারদিক হতে গর্জন করি উঠে,
'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে,
যা ঘটেছে তার রাখা চাই নিরবধি'।...

বিশ্বকবির লেখা যত হয় ছাপা
প্রুফশিটে তার দশগুণ পড়ে চাপা,
নব এডিশনে নূতন করিয়া তুলে।

দাগি যাহা, যাহাতে বিকার, যাহাতে ক্ষতি,
মমতামাত্র নাহি তো তাহার প্রতি —
বাঁধা নাহি থাকে ভুলে আর নির্ভুলে।

কবির এই রচনা দেখে মনে হয় গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে তিনি হয়তো নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি সংকলনের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে নির্বাচনের দায়িত্ব কে নেবে? তেমন যোগ্য মানুষ কোথায়? ফলে যা কিছু আছে তাঁর — সবই হয়ে ওঠে সংগ্রহযোগ্য। বুদ্ধদেব বসু একবার পুলিনবিহারী সেনের গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁকে 'বর্তমান বাংলার সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্র-বিশারদ' হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। সেই পুলিনবিহারীবাবুও বলতেন — 'এতসব প্রথম সংস্করণ, এতসব পাণ্ডুলিপি তাহলে আর আছে কিসের জন্য?' তিনি তো রবীন্দ্রনাথের রচনার সব কিছুই সংগ্রহ করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে সঁপে দিয়ে অবিচল প্রত্যয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ফলে প্রায়শই কবির মনোবাসনার সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জিকারের মনোবাসনা এক থাকেনি। সে যাই হোক, পরে সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই পৃথকভাবে কাজ চালিয়ে যান। সজনীবাবু যতটা কাজ শনিবারের চিঠিতে করেছিলেন তৎসহ যেসব উপকরণ যোগাড় করেছিলেন সব তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান।

তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই কাজে অগ্রসর

হয়েছিলেন ঠিক করে নিয়েছিলেন ইংরেজি ও বাংলা উভয় ধরণের গ্রন্থই তালিকাবদ্ধ করবেন। কিন্তু এসব কাজে তো আর একটা-আধটা সমস্যা নয় থাকে নানা ধরণের সমস্যা, সে সব সামলে কীভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন —

> ''রবীন্দ্রনাথ জীবিতকালে যে-সকল বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা মোটেই অল্প নহে। এগুলির একটি সঠিক তালিকা প্রনয়ণ-কার্য্যে আমরা কিছুদিন হইতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আপাততঃ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের শোভন সংস্করণ প্রকাশ পর্য্যন্ত, যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিবার চেষ্টা করিলাম।''
>
> রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই প্রধানতঃ মাসিকপত্রে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রচনাগুলির অধিকাংশই তাঁহার কোন-না-কোন গ্রন্থে পরবর্ত্তীকালে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু সকল পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায় নাই; যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইযাছে। এই তালিকায় রবীন্দ্র সম্পাদিত গ্রন্থগুলির (যেমন, 'পদরত্নাবলী' বা 'সংস্কৃত প্রবেশ') উল্লেখ করা হয় নাই।
>
> রবীন্দ্রনাথের অনেক পুস্তকের প্রকাশকাল দেওয়া হয় নাই। তাহা জানিবার প্রধান উপায় 'ক্যালকাটা গেজেটে'র পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা। বর্ত্তমান তালিকায় বন্ধনীমধ্যে যে ইংরেজি তারিখগুলি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় প্রদত্ত প্রথম সংস্করণের পুস্তক প্রকাশকাল। এগুলির সাহায্যে, একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক উপাদানটির অভাবে আমার পূর্ব্বগামীদের কেহ কেহ গোলে পড়িয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পুস্তকের নাম পাওয়া যায় নাই। উদাহরণস্বরূপ 'আত্মশক্তি', 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'গান', 'ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরাজী পাঠ' ও 'চয়নিকা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে আবার কয়েকখানি এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত, সুতরাং বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাইবার কথা নয়।'' (দ্রঃ 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা)

পরে ব্রজেন্দ্রনাথবাবু 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয় ঃ ১৮৭৮-১৯৪২' প্রকাশ করেন। এবার অবশ্য পুস্তিকা ও ইংরেজি গ্রন্থের নাম তিনি বাদ দিয়েছিলেন। পুলিনবিহারী সেনের মতে — সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ রচিত বাংলা গ্রন্থের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা (১৩৪৯ব.) বাঙালির হাতে আসে। পরে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি সংকলনে নতুন আবহাওয়া

অনেকে মনে করেন, স্বাধীনোত্তর বাংলায় প্রথম দিককার রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জির সংকলক হিসাবে যাঁদের নাম বিবেচিত হয় তাঁদের অন্যতম হলেন তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বইটি। নাম ছিল 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিচয়'। তার কিছুদিন পরে জগদিন্দ্র ভৌমিক সংকলিত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি দেখে সন্তুষ্টচিত্ত প্রভাতকুমার সেটিকে তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথা' (১৩৬৬ব) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

এভাবেই ধীরে হলেও রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জি সংকলনকে কেন্দ্র করে একটা নতুন আবহাওয়ার যেন সৃষ্টি হয়েছিল ষাটের দশকের গোড়া থেকে, বিশেষত কবির জন্মশতবর্ষকে উপলক্ষ করে। রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা ও তাঁর মৃত্যুর বছর থেকে একটা নতুন উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে তাপস ভট্টাচার্য সংকলিত 'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : গ্রন্থপঞ্জি'র (১৯৮৮) কথা উল্লেখ করা দরকার। এই গ্রন্থপঞ্জি বিশ্লেষণ করে বাংলার গ্রন্থাগার জগতের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব রামকৃষ্ণ সাহা বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক ও ভেবে দেখবার মতো তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ওই গ্রন্থপঞ্জির ভিত্তিতে একটি হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ২১টি। সর্বাধিক ১৩৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১তে। আবার প্রতিটি দশক ধরে বার্ষিক গড় নির্ণয় করে যে তথ্য তিনি তুলে ধরেছিলেন তাও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। দেখা যাচ্ছে ষাটের দশকে রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের বার্ষিক গড় ৩২.৪ শতাংশ। এই দশকেই পালিত হয়েছিল তাঁর জন্মশতবর্ষ। অন্যদিকে আশির দশকে এই গড় ছিল ৩৫.৩ শতাংশ। এই দশকে পালিত হয়েছিল তাঁর জন্মের ১২৫তম বর্ষ। এভাবেই তাপস ভট্টাচার্য সংকলিত গ্রন্থপঞ্জি বিশ্লেষণ করে নানা চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেছিলেন রামকৃষ্ণবাবু। গ্রন্থপঞ্জিকে কেন্দ্র করে এমন অনুশীলন-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া সচরাচর চোখে পড়ে না। বেশিরভাগ গ্রন্থপঞ্জিকারও এসব নিয়ে ভাবেন না। ফলে এই সব গ্রন্থপঞ্জি থেকে কেউ যদি বুঝতে চান কোন বিষয়ের উপর বেশি কাজ হয়েছে, কোন দিকটিতে কাজ করার আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম বা বেশি, মহিলারা কী ধরনের অবদান রেখেছেন জানতে চান, তাহলে হয়তো হতাশই হবেন।

পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়

একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কথা

দেবব্রত পাল*

গ্রন্থাগারিক, মৌখালী গোপীনাথপুর গৌরববালা বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক), মগরাহাট-২, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

''... বাচ্চাকে ভর্তি করে দিন কোনো লাইব্রেরিতে।
সে নিজেই খুঁজে নিক তার জিজ্ঞাসার উত্তর''।

মন্তব্যটি অধ্যাপক-দার্শনিক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের। ছোটোদের অনন্ত জিজ্ঞাসা নিবারণে অসীম ভাণ্ডারের সন্ধান দিতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন। তিনি মনে করেন, ''বাচ্চারা যত প্রশ্ন করে তার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ভূভারতে কারও নেই''। তাই ছোটেদেরকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলেছেন। যেন, নিজের মনে তৈরি হওয়ার প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই খুঁজে পায়। নিজের পছন্দের বই ইচ্ছে মতো পড়ুক ছোটোরা। 'সাধারণ অ-সাধারণ সব জ্ঞানের স্রোত থেকে আকণ্ঠ পান করুক' তারা।

এই মুক্ত জ্ঞানচর্চার পরিবেশ একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানচর্চা এখানে হবে মুক্ত। দ্বিধাহীনভাবে ছোটোরা গ্রন্থাগারে আসবে। জ্ঞান সাগরে ডুব দেবে। মণিমাণিক্য সংগ্রহে সে সমৃদ্ধ হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার তাদের কাছে হয়ে উঠবে 'সব পেয়েছির সবুজ দেশ'।

'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'যাত্রাপথ' কবিতায় লিখেছেন — ''মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে/ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে''। ছোটোদের বইপড়া প্রসঙ্গে বর্তমানে এর ঠিক উল্টো কথা চালু আছে। 'ছোটোরা আর বই পড়তে চায়না'। কান পাতলে এমন অভিমতও শোনা যায়, 'পাঠ্যবইয়ের বাইরে গল্পবই পড়ে ছোটোদের সময় নষ্ট করার দিন শেষ'। ছোটোদের বইপড়াতে যখন এত অনীহা তখন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার করবে টা কী? একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাছে এই সময়ে দাঁড়িয়ে এটিই বড় চ্যালেঞ্জ। ছোটোদের বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একটি অন্যতম কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে।

ছোটোদের বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে প্রথমে জানা দরকার, কেন বইপড়াতে ছোটদের এত অনীহা? এর কারণ হিসাবে নানান দিক হাজির করেছেন শিশু সাহিত্যের গবেষক ও বিদ্যালয় শিক্ষক কবীর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ছোটোদের পাঠভুলনের তত্ত্বতালাশ' প্রবন্ধে। হাতের মুঠোয় প্রযুক্তি, কেরিয়ারের পেছনে ছোটা কিংবা বিশ্বায়নের দুষ্টু প্রভাব— এসবকে সযত্নে সরিয়ে রেখে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হাজির করেছেন। ''আমাদের সমাজে বাড়িতে বাড়িতে বই পড়ার সুবিধা করে দেবার ব্যাপারে পাবলিক লাইব্রেরি সংস্কৃতির বিশেষ ভূমিকা ছিল। আস্তে আস্তে সেই লাইব্রেরি সংস্কৃতিটি বন্ধ হওয়ায় অল্পবয়সি পাঠকদের পক্ষে সহজে বই হাতে পাওয়াটা দুস্কর হয়ে উঠেছে''। অন্যদিকে তিনি অভিযোগ করেছেন — ''স্কুলের লাইব্রেরি ক্লাসেও এখন মূলত সিলেবাস শেষ করার বই-ই হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। গল্পের বই পড়ার ক্লাস কোথায়?''

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজটা ঠিক এখানেই। ছোটোদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে তাদের সামনে হাজির করতে হবে সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগার সংগ্রহ। অভিজ্ঞতা তাইই বলে। ভালোমানের বই তাদের সামনে হাজির করলে আজকের ছোটোরাও গোগ্রাসে বই পড়ে। একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এমনি হবে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য বইয়ের বাইরে জ্ঞান চর্চার পরিসর পাবে। হাজারও বইয়ের মাঝে সে পাবে তার মন-কাড়া বিষয়ের সন্ধান। তাদের কাছে পাঠাভ্যাস হয়ে উঠবে সাবলীল, স্বাভাবিক। পাবে অনাবিল আনন্দ। তৈরি হবে ভাল-মন্দ বিচার বোধ। বাড়বে কল্পনা শক্তি। ছোটোবেলাতেই শিখে যাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের কলাকৌশল। আগামীর পথচলাতে প্রয়োজনীয় রসদ খুঁজতে সে ফিরে ফিরে আসবে গ্রন্থাগারে। আশাকরা যায় আগামী দিনের পাবলিক লাইব্রেরির পাঠক হিসাবে এরাই ভিড় বাড়াবে।

উপরের এই স্বপ্ন কিংবা প্রস্তাব বাস্তবে প্রতিফলিত হতে গেলে এর প্রথম ও প্রধান শর্ত 'প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি গ্রন্থাগার' আবশ্যিক হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে UNESCO কর্তৃক প্রকাশিত দুটি নথি 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইস্তাহার' (২০০০) ও 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নির্দেশিকাবলি' (২০০২)। 'প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি

* দূরভাষ - ৯০০২৯ ০৭২৬২
* Email : paldebbrata@gmail.com

গ্রন্থাগার'— ইউনেস্কোর এই প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে। এবং এই প্রস্তাবে আরও উল্লেখ রয়েছে 'উপযুক্ত প্রকৌশল নীতি এবং পরিকল্পনা' প্রস্তুতের কথা। 'প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর সামর্থ্য, বয়স এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপট অনুযায়ী একটি ভালো এবং বিস্তারিত পুস্তক সংগ্রহ'-এর কথা। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে 'আকর্ষণীয় ও সহজ ব্যবহার্য' করার কথা। 'প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযুক্ত পরিসর'-এর পাশাপাশি 'একটি শ্রেণির সকল বিদ্যার্থীদের একত্রে কাজ করার মতো একটি প্রকোষ্ঠ'-এর প্রস্তাবও উল্লেখ রয়েছে।

'একটি শ্রেণির সকল বিদ্যার্থীদের একত্রে কাজ করার মতো একটি প্রকোষ্ঠ' বা রুম-এর প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এটি একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গঠনের অন্যতম শর্ত। কৃপণতা নয়, প্রয়োজন ন্যূনতম আয়তনের রুম বা গ্রন্থাগার কক্ষ। সঠিক আয়তনের গ্রন্থাগার কক্ষ নির্বাচন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত। উপযুক্ত আয়তনের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে থাকবে বসে পড়ার ব্যবস্থা, বই জমা ও ইস্যু করার ডেস্ক, ম্যাগাজিন ডিসপ্লে ও পাঠের ব্যবস্থা, স্ট্যাক রুম, বই প্রক্রিয়াকরণ টেবিল ও লাইব্রেরিয়ান ডেস্ক। মনে রাখা দরকার, একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ডে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির একটি নির্দিষ্ট বিভাগ গ্রন্থাগারে আসবে, বসবে, পড়বে, বই নিয়ে বাড়ি যাবে। সময় ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষ হবে সাধারণ শ্রেণি কক্ষ থেকেও বড় এবং খোলা মেলা। বসার ব্যবস্থা এমন হবে, যেখানে ঢোকা ও বেরিয়ে যাওয়া সহজ হবে। সঙ্গে থাকবে স্ট্যাক রুম। সমগ্র গ্রন্থাগারটি হবে আলো-বাতাস যুক্ত। সব মিলিয়ে একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাহীন ভাবে চলার উপযোগী সঠিক আয়তনের রুম বা কক্ষ প্রয়োজন।

'স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা' বইতে রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী গ্রন্থাগার কক্ষের পরিমাপে জোর দিয়েছেন। একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ছাত্র পিছু ২৫ থেকে ৩৫ স্কোয়ার ফুট জায়গা প্রস্তাব করেছেন। BIS Indian Standard অনুযায়ী শুধুমাত্র রিডিং রুমের জন্য ছাত্র পিছু ১.৫ বর্গমিটার বা প্রায় ১৬ স্কোয়ার ফুট জায়গা প্রস্তাব রয়েছে। CBSE-র পক্ষে যে গাইডলাইন প্রকাশ হয়েছে তাতে রিডিং রুমের জন্য ছাত্র পিছু ১০ স্কোয়ার ফুট প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর 'সমগ্র শিক্ষা অভিযান'-এ লাইব্রেরি গ্রান্ট পাওয়া বিদ্যালয়ের জন্য একটি গাইড লাইন প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়েছে "Two standard-sized classrooms can be designated as a standard physical library by removing the inner partition wall to organize Library and Reading Room in a Secondary or Senior Secondary Schools". পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কোনো গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন সময় গঠিত শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য গ্রন্থাগারেরর প্রস্তাব করেছেন। ২০২৩ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ঘোষিত State Education Policy-তে ছাত্র-ছাত্রীর পাঠাভ্যাস তৈরিতে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব উল্লেখ রয়েছে। ২০১৯ সালে এক নির্দেশনামায় গ্রন্থাগার কক্ষের জন্য শিক্ষাদপ্তর ক্যাপিটাল গ্রান্ট-এর আবেদন চেয়েছেন। বিভিন্ন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা)-এর মাধ্যমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদন গৃহীত হয়েছে। তাতে গ্রন্থাগার কক্ষের জন্য কমপক্ষে ১০০০ স্কোয়ার ফুট পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত করে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা ও অভিজ্ঞতা সূত্রে বলা যায়, ৪০ থেকে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারবে এবং শুধুমাত্র ছাপা বই নিয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হয় এরকম বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা প্রয়োজন। যার অর্ধেক পাঠকক্ষ, বাকি অর্ধেক স্ট্যাক রুম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। পাঠ কক্ষে ম্যাগাজিন ডিসপ্লে বোর্ড থাকবে। এখানে দাঁড়িয়ে বই জমা ও নতুন বই ইস্যু করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীরা। স্ট্যাক রুমে বই প্রক্রিয়াকরণ টেবিল থাকবে। আর থাকবে অন্তত ২০ হাজার বই সেলভে রাখার ব্যবস্থা। 'গ্রন্থাগার এক ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান' এই কথাটি মাথায় রাখলে স্ট্যাক রুমের আয়তন আরও বড় হওয়া প্রয়োজন। তবে গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য একটি সুস্থায়ী পরিকল্পনা থাকা দরকার। এই পরিকল্পনা একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সুষম বিকাশে সহায়তা করবে।

পরিকল্পনা শুধু গ্রন্থসংগ্রহ কিংবা গ্রন্থাগার কক্ষ নির্বাচনে সীমাবদ্ধ থাকবে এমনটা নয়। পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে সমগ্র গ্রন্থাগার ভাবনায় আসবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাঠক বা ব্যবহারকারী সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শ্রেণি ও বিভাগ অনুযায়ী নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার পিরিয়ড থাকবে। গ্রন্থাগারকে যথাযথ উপায়ে ব্যবহারের জন্য থাকবে সঠিক ব্যবস্থা। একটি নির্দিষ্ট পিরিয়ডে সময় থাকে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট। ব্যবহারকারী বা

পাঠক ৪০ থেকে ৫০ জন। এই সময়ের মধ্যে যে কার্যক্রমটি ঘটে তা এরকম — বই জমা নেওয়া, নতুন বই ইস্যু করা এবং পাঠকক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে পাঠ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা। এই কাজটি দ্রুত ও সুচারুভাবে করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যবস্থা।

উপযুক্ত ব্যবস্থা এমন হবে যাতে বই লেন-দেন কাজটি হবে দ্রুত ও ত্রুটি মুক্ত। একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই লেন-দেন ডেস্কে ব্যবহারকারী অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীর সময় বাঁচানো দরকার। অন্যভাবে বললে এভাবে বলা যায়, একটি শ্রেণির একটি বিভাগের উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বই লেন-দেন কাজটি একটি পিরিয়ডের মধ্যে সহজে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বই লেনদেনের হিসাব সহজে রাখার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া। একটি কম্পিউটার ও একটি গ্রন্থাগার বেস্‌ড সফ্‌টওয়ার বই লেন-দেন কাজটি সহজ করে দেবে। গ্রন্থাগারে না থাকা বইটি কার আছে ও কবে ফেরত আসবে তা সহজে জানা যাবে। জানা যাবে কার কার কাছে বেশি দিন বই পড়ে রয়েছে।

একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের ছাত্র-ছাত্রী অর্থাৎ পাঠক থাকে। তাদের বই পড়ার ধরণ ও আগ্রহের বিষয় নানা ধরণের হওয়া স্বাভাবিক। পাঠ্য বই, পাঠ্য বইয়ের বাইরে নানান স্বাদের বই। গল্প-উপন্যাস, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস-ভূগোল, জীবনী ইত্যাদি। বিভিন্ন বয়সের দশ থেকে আঠারো, সকলের উপযোগী সংগ্রহে সমৃদ্ধ হবে একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। উঁচু শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বই বাছাইয়ের সুযোগ দিলে তাদের মধ্যে নানান বিষয়ে একটা ধারণা তৈরি হয়। এই সুযোগটি একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে থাকা দরকার। সেজন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে একটি উন্নতমানের ক্যাটালগ থাকা প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আজ এই কাজটি অনেক সহজে করা যায়। বিষয় ভিত্তিক ক্লাসিফায়েড তাক সজ্জা যে কোনো গ্রন্থাগার ব্যবহারে উপযোগিতা বাড়ায়। একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় এসব থাকবেই।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিয়ত বেশকিছু কার্যক্রম চলতে থাকে। গ্রন্থসংগ্রহ, অ্যাকসেশান, প্রসেসিং (স্পাইন লেবেল, বারকোড, ডেড স্লিপ লাগানো), কল নম্বর অনুযায়ী বই বা পত্র-পত্রিকা সাজিয়ে রাখা। আর গ্রন্থাগার পিরিয়ডে যে কার্যক্রমটি চলতে থাকে তা এরকম, বই জমা নেওয়া, পাঠকক্ষে সুশৃঙ্খলভাবে পাঠ প্রক্রিয়া সম্পাদন করা, পাঠকের পছন্দের বই তাক থেকে আনা ও উপস্থিত সকলকে একটি নির্দিষ্ট পিরিয়ডে বই ইস্যু করা। সময় মতো ডিউ লিস্ট তৈরি করা। নিয়মিত বইয়ের তাক পরিস্কার রাখা। কখনও কখনও গল্প পাঠের আসর বসানো। বিশেষ বিশেষ সময় সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। নতুন বই এলে তার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। এই বিস্তৃত কর্মধারা মসৃনভাবে একা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে করা সম্ভব নয়। একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় যথেষ্ট সংখ্যায় লোকবল প্রয়োজন। কম পক্ষে দুজন কর্মীর ব্যবস্থা থাকলে তবেই প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির নির্দিষ্ট বিভাগের ৪০-৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর গ্রন্থাগার ক্লাসটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব। খেয়াল রাখতে হবে একটা পিরিয়ডে পাঠকক্ষ ব্যবহার করছে ৪০-৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী। তারা বই কিংবা পত্র-পত্রিকা হাতে নেবে, পড়বে এবং এলোমেলো করবে। তাই একটু নজরদারিও দরকার হয়ে পড়ে। প্রয়োজনে সেসব সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয় পরের পিরিয়ডের জন্য। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এইভাবে একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থাকে অপেক্ষায়। ক্লাসের ঘন্টা পড়লেই তারা আসবে। তারা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির একটি নির্দিষ্ট বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। পাঠক, ব্যবহারকারী যাই বলি না কেন, তারা নিয়ম মেনে আসবে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে। কেউ আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। কেউ সময় কাটাবে। কিন্তু সবার আগ্রহকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকবে একটি আদর্শ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

তথ্যসূত্র:

১. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ‘শিশুর অন্তর জিজ্ঞাসা’, কামারের এক ঘা, পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০১৪

২. কবীর চট্টোপাধ্যায়, ‘ছোটোদের পাঠভুবনের তত্ত্বতালাশ’, বই ও পাঠের ভবিষ্যৎ: নির্ঝর সংকলন, নির্ঝর, ২০২৩

৩. রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালন, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি, ১৯৬৫

৪. Indian standard: recommendations relating to primary elements in the design of school library buldings [IS 8338 : 1976 (Reaffirmed Year : 2019)], BIS

৫. http://cbse.nic.in/LIBRARY-1-99.pdf

৬. Notification No- D.O. No. 14-2/2020.-IS-4, dated-28th October, 2021, by Santosh Kumar Yadav, Joint Secretary, Government of India, Ministry of Education.

৭. Deputy Director of School Education (Boys' High), West Bengal তরফে পাঠানো নোটিফিকেশন Proposal of Capital grant for the financial year 2019-20 (for Labortory & Library). Memo No- 627 Sc/G Dated- 27-05-2019.

৮. সুবল চন্দ্র বিশ্বাস, ''প্রতিটি বিদ্যালয়ে জন্য একটি গ্রন্থাগার'' — একটি আন্তর্জাতিক এবং দিক্‌নির্দেশী ঘোষণা', Towards library-centric education in secondary level: Papers of 2nd ABSLA National seminar 2014, All Bengal School Librarians' Association, 2014.

৯. https://www.ifla.org/files/assets/school libraries.../ifla-school-libraryguidelines. pdf

১০. পীযূষকান্তি মহাপাত্র, ভুবেনশ্বর চক্রবর্তী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিচয়, ওয়াল্ড প্রেস, ২০১০

।। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।।

এতদ্বারা পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষে তহবিলে অর্থ প্রদান করতে আহ্বান করা হয়েছিল। তাতে যারা এখনও (দান হিসাবে) অর্থ প্রদান করেননি তাঁদের অর্থ দান করবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

— কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

।। প্রকাশিত হয়েছে।।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

(আদিমকাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত)

কালানুক্রমিক ধারাবিররণী

সংকলক ঃ রামকৃষ্ণ সাহা

পরিবেশক ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর কাউন্টারে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

দাম সাড়ে ছয়শত টাকা

শতবর্ষে ফিরে দেখা

(২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে'র শতবর্ষ পূর্ণ হবে। বিগত দিনগুলিতে পরিষদ কিভাবে কাজ করেছে সে কথা মানুষ জানতে আগ্রহী। আমরাও মনে করি, সামনের দিকে এগোতে হলে ইতিহাসের দিকেও ফিরে তাকাতে হয়, তাই সারা বছর ধরে পরপর কয়েকটি সংখ্যায় আমরা পূর্বে প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা থেকেই পরিষদের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ ও ঘটনা তুলে ধরব। *বানান ও উপস্থাপনা অপরিবর্তিত রইল।*)

এবার প্রথম কিস্তি (পৃ.১৮-২৪)

আমাদের কথা

শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সহিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রগতি যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, সর্বদেশ এবং সর্বযুগের সভ্যতা ও গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই স্বীকৃত হইবে। ইতিহাসের এই নিয়মে ব্যতিক্রম আমাদের দেশেও হয় নাই। কাজেই আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রগতির আধুনিক রূপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্পন্দন যে এখানেও অনুভূত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিয়া গ্রন্থাগারকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও সুসম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিতে হইলে, উপযুক্ত গ্রন্থাগার সংঘের প্রয়োজন। সংঘের এই প্রয়োজনের তাগিদ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের। গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যে সাফল্য র্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার-পরিষদের মধ্যে সংযোগ সাধনের নিমিত্ত এবং গ্রন্থাগার, গ্রন্থপঞ্জী ও আনুষঙ্গিক সর্ববিষয়ে এদেশ ও বিদেশের চিন্তা ও কর্মধারার বার্তা জনসাধারণের সমীপে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একান্ত ভাবে নিয়োজিত পরিষদের নিজস্ব এক মাধ্যমে বিশেষ প্রয়োজন। মাধ্যমের এই প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগারে'র আবির্ভাব। তাহার জন্মদিনে 'গ্রন্থাগার' আজ সকলের অকুণ্ঠ শুভ কামনা যাঞ্চা করিতেছে।

* * * *

এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার কার্যে 'গ্রন্থাগার'কে সাহায্য করিবার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ও সহানুভূতিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। তাঁহারা 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশযোগ্য বার্তা, রচনা ও আলোচনাদি সংক্ষেপে পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া, সম্পাদকের নামে, সুরধাম, বসুনগর, মধ্যম গ্রাম পোঃ, জেলা ২৪ পরগণা — ঠিকানায় পাঠাইয়া এ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন।

* * * *

ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সর্বত্রই বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। যাহাতে পাশ্চাত্য দেশের প্রভাব আছে তাহা আমাদের বর্জনীয়, এ ধারণা পোষণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অন্য দেশের যাহা কিছু ভাল তাহা এদেশের উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য হইলে তাহাকে গ্রহণ করার মধ্যেই সংস্কারমুক্ত প্রগতিমূলক মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মনোভাব কার্যে রূপান্তরিত হইলে দেশে প্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। আধুনিক জগতের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিলে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে। এ পথে অগ্রসর হইতে হইলে দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনার বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রচলন বাঞ্ছনীয় এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য দেশীয় ভাষায় ঐ বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। বাংলা-ভাষায় গ্রন্থাগারসংক্রান্ত আলোচনার এবং কাজের সুবিধার নিমিত্ত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সদাসর্বদা ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ পরিভাষার বাংলা তর্জমা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকেরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত সহযোগিতা সহকারে ঐ প্রকার পরিভাষার বাংলা তর্জমা প্রণয়ন করিতে

অগ্রসর হইলে এদেশে আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার-কার্যে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

* * * *

এক সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবংগ রাজ্যসরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি সক্রিয়-ভাবে কিছু সচেতন হইয়াছেন। তাঁহারা দেড়শত নির্বাচিত গ্রন্থাগারকে ৭৬ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দিবার আয়োজন করিয়াছেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। পশ্চিমবংগে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার প্রয়োজনের তুলনায় প্রস্তাবিত সরকারী ব্যবস্থা নগণ্য হইলেও বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের বহু-প্রচেষ্টার পর গ্রন্থাগার সম্পর্কে এত দিনে রাজ্যসরকারের আগ্রহশীল সক্রিয় নীতি গ্রহণের সূচনা হিসাবে ইহার মূল্য আছে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সরকারের এই নব নীতি গ্রহণের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য রাজ্যসরকারের কার্যে তুলনায় পশ্চিমবংগ রাজ্য সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবংগ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের পশ্চাতে গড়িয়া থাকিবে ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। অথচ মাদ্রাজ রাজ্যে ইতিপূর্বেই গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হইযাছে। বোম্বাই রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় সমগ্র বোম্বাই রাজ্যে গ্রন্থাগারের সুন্দর ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থাগার সম্পর্কে এপর্য্যন্ত সরকীর প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় পশ্চিমবংগে পাওয়া যায় নাই।

* * * *

সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রচনাদির সন্ধান পাইবার কোন ভাল-ব্যবস্থা না থাকিলে অনেক মূল্যবান রচনার অস্তিত্বের কথা লোকের গোচরেই আসে না। সাময়িক পত্রের রচনার সন্ধান পাইবার ব্যবস্থার এই অভাব দূর করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রের রচনা-সূচী ‘গ্রন্থাগারে’ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। ১৩৫৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার রচনাবলীর একটি লেখক-সূচী ও বিষয়-সূচী ‘গ্রন্থাগারে’, প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাবে উপস্থিত তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত।

(প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৮)

গ্রন্থাগার ও সাময়িকপত্র

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
‘ভারতবর্ষ’-সম্পাদক

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডাঃ এস, আর রঙ্গনাথন সম্প্রতি এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজী — বহুবার ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছেন, শুধু ভাল বক্তা নহেন, অসাধারণ বুদ্ধিমান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে একই দিনে তিনি তিনটি স্থানে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন — (১) বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী (২) নিখিল বঙ্গ সাময়িকপত্রসংঘ ও (৩) বাণী সাধারণ পাঠাগার! দ্বিতীয় স্থানটিতে সংঘের সভাপতি হিসাবে আনার উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সে সভায় গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকজন কর্ম্মী ছাড়াও বহু সাময়িকপত্র-সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সকলের সহিত পরস্পর পরিচয় প্রদানের পর ডাঃ রঙ্গনাথন সে দিন তথায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে সাময়িক পত্রের দানের কথাই বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের সাময়িক পত্রের সংখ্যা গত এক শত বৎসরে কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তিনি তাহার বর্ণনা করেন ও সাময়িক পত্রগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে কত শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সে কথারও উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারসমূহে যদি বহু সাময়িক পত্র রক্ষিত হয় ও সে সকল পত্রে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধগুলি যদি স্থানীয় সকলকে পড়ানো বা পড়িয়া শুনানো হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-বিস্তার ও শিক্ষা প্রচার বিষয়ে

প্রভূত কাজ করা হয়। আমরা কয়েকটি গ্রন্থাগারে পাঠকদের সভা করিয়া গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এক সঙ্গে ২০ খানি নূতন গ্রন্থ ক্রয় করা হইল, মাসিক সাধারণ সভায় ৫।৭ জন উৎসাহী পাঠক সেই ২০ খানি পুস্তকের বিষয় বিবৃত করিলেন — অবশ্য ১৫ খানি বই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন হইল না। ১ খানি বা ২ খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক সম্বন্ধে ১ ঘণ্টা আলোচনা হইল। পাঠকগণের দৃষ্টি বই দুখানির বিষয়ে আকৃষ্ট হইল ও উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের হাতে হাতে এই বই ২ খানি ঘুরিতে লাগিল। সেই ভাবে যদি সাময়িক পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সকলকে তথ্যগুলি জানাইয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে জ্ঞানপিপাসু পাঠকগণ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলিও পড়িবার সুযোগ লাভ করিতেন। গ্রন্থাগারকে প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তার-কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সকল সময়ে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না — প্রয়োজন হয় উৎসাহী কর্মীর। আমরা সকল সময়েই একটি কথা বলিয়া থাকি — সে দিন ডক্টর রঙ্গনাথনের মুখেও সেই কথাই শুনিয়াছি। যাহারা শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছেন, তাহাদের একটি বড় কর্ত্তব্য আছে — তাহা হইল অশিক্ষিতদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার করা। সে কর্তব্য না করিলে শিক্ষিতগণকে পতিত হইতে হইবে। যিনি যাহা ভাল জিনিষ পাঠ করিবেন, যদি সকলকে তাহা জানাইয়া না দেন, তবে তাঁহার কর্তব্যে অবহেলা করা হইবে। সাময়িক পত্রগুলি সেই কাজের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন — সেজন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের মত জ্ঞান-বিস্তার-কার্য্যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য আছে। সাময়িকপত্র-সম্পাদকগণ প্রবন্ধের জন্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ হন ও সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই সরকল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ যিনি পাঠ করিবেন তাঁহারই কর্তব্য সকলকে বিষয়টি জানাইয়া দেওয়া; — তাহার ফলে সকলে ঐ উৎকৃষ্ট সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবে। সাময়িকপত্রসমূহে পুস্তকের ও সাময়িকপত্রের আলোচনা প্রকাশিত হয় — তাহা পাঠ করিয়া পাঠক বহু ভাল পঠিতব্য জিনিষের সন্ধান পাইয়া থাকেন। যে সকল লেখা সুলিখিত নহে বা পঠিতব্য নহে — সেগুলির নিন্দা প্রকাশিত হইলে লেখকও ভবিষ্যতে লিখিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারেন। বর্ত্তমানে 'গ্রন্থাগার' নামক যে সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইল, তাহাকেও নির্ভীকভাবে সেই কাজের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। ত্রৈমাসিক 'গ্রন্থাগার' পাঠ করিয়া আমরা যেন জানিতে পারি — গত তিন মাসে উল্লেখযোগ্য কি কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বা সাময়িক পত্র-সমূহে জ্ঞাতব্য কি কি বিষয়ে লেখা হইয়াছে। লেখকের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, লেখার দোষ ত্রুটি দেখানো হইলে তিনি উপকৃত হইবেন, তিনি সে সকল ত্রুটি সংশোধন করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। দোষ ত্রুটি দেখানো হইলে তাঁহার ক্রুদ্ধ বা বিমর্ষ হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বা শরৎচন্দ্রকে প্রথম জীবনে কত বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, সে কথা আমরা সকল লেখককে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। কাজেই যাহাদের লেখার নিন্দা হইবে, তাহারা অপকৃত না হইয়া বরং উপকৃতই হইবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টায় বাংলা দেশের গ্রন্থাগারগুলি প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হউক, আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি। বর্তমনে দেশের সর্বত্র সরকারী পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে — গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সকল গ্রন্থাগারকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা প্রয়োজন। চার্ট, ছবি, বক্তৃতা, কথকতা, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির দ্বারা দেশের অশিক্ষিত বয়স্কদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে — উৎসাহী গ্রন্থাগার কর্ম্মীরা সামান্য চেষ্টা করিলেই এ বিষয়ে সকল জাতব্যের সন্ধান পাইবেন। গ্রন্থাগারের অর্থ পুস্তকের স্তূপ নহে — গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিস্তার-কেন্দ্র — এ কথা যেন গ্রন্থাগারে কর্মীরা সর্বদা মনে রাখেন। সেবা ও পরোপকারের মনোভাব লইয়া একজন তরুণ গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে গ্রন্থাগার পরিষদের শুভ প্রচেষ্টা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

ডক্টর রঙ্গনাথনের বক্তৃতার বিষয়গুলি উপরে আলোচিত হইল — ইহা আমাদের নিজের কথাও বটে, তাঁহার মুখেও এই সকল কথা শুনিয়া সেদিন আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলাম।

(প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৮)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সংবাদ

সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

পরিষদের সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে ৬ই মে রবিবার (১৯৫১) তারিখে আলিপুর বেলভেডিয়ার ভবনে জাতীয় গ্রন্থাগারে (National Library) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। সভায় একাত্তর জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এবং ২১শে মে (১৯৫০) তারিখের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইলে পরিষদের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত ১৯৫০ সনের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। চাটার্ড একাউন্টট্যান্ট মেসার্স জর্জ্জরীড্ য়্যাণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক পরীক্ষিত পরিষদের ১৯৫০ সনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যথারীতি উপস্থাপিত হইয়া গৃহীত হয়। (বার্ষিক কার্য্য বিবরণী ও পরীক্ষিত হিসাব অন্যত্র দ্রষ্টব্য)

অতঃপর ১৯৫১ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ও সভ্যগণকে লইয়া কাউন্সিল গঠিত হয়ঃ—

সভাপতি — ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, সরকারী সভাপতি — শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু এবং শ্রী বি, এস, কেশবন, সম্পাদক — শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, সহযোগী সম্পাদক —শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক — শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, কোষাধ্যক্ষ — শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী; গ্রন্থাগারিক — শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যক্তিগত সভ্যগণ — শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ, শ্রীপরিমলচন্দ্র আচার্য্য, শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত, শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণীভূষণ রায়, শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরথকুমার প্রামাণিক, শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠান সভ্য (কলিকাতা) — চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরি (শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত)। আশুতোষ কলেজ লাইব্রেরি (শ্রীঅপূর্ব্বরতন দত্ত), মহম্মদ রাসেক মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী), সুবারবন রীডিং ক্লাব (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস) — (হাওড়া শহর) ব্যাটড়া পাবলিক লাইব্রেরি (শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়), জেলা হইতে প্রতিষ্ঠান সভ্য — ২৪ পরগণা — যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, হুগলী — বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া — মুকুল সঙ্ঘ পাঠাগার, উলুবেড়িয়া, বর্দ্ধমান — জারাগ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, মেদিনীপুর — তাম্রলিপ্ত মহকুমা গ্রন্থাগার সংঘ — তমলুক, বাঁকুড়া — পাত্রসার সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরি, বীরভূম — বোলপুর সাধারণ পাঠাগার, নদীয়া — নবদ্বীপ সপ্তম এডওয়ার্ড য়্যাংগ্লোস্যান্স্ক্রীট, লাইব্রেরি। মালদহ — বি, আর, সেন পাবলিক লাইব্রেরি, পশ্চিম দিনাজপুর — হিলি কুমুদনাথ লাইব্রেরি, জলপাইগুড়ি — আলিপুর দুয়ার এডওয়ার্ড লাইব্রেরি। সভায় চন্দননগর, কুচবিহার ও দার্জ্জিলিং জেলা হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হয় নাই। পরে ঐ সকল স্থানের প্রতিনিধি-স্থান পূরণ করিতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য মেসার্স জর্জ্জ রীড্ য়্যাণ্ড কোম্পানীকে হিসাব পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করা হয়।

১৯৫১ সনের কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন

গত ২০শে মে (রবিবার) অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নব নির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাতাশ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় শ্রীফণীভূষণ রায়, শ্রীমনোমোহন লাহিড়ী, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত নিয়মানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত স্থায়ী শাখা-সমিতিগুলি (Standing Committee) গঠিত হইয়াছে এবং ইহাও স্থির হইয়াছে যে প্রত্যেক শাখা সমিতিতে পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষা সমিতি — শ্রী বি, এস, কেশবন, ওয়াই, এম, মূলে, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাখ্যাপ্রসাদ

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলচন্দ্র বসু, প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব্বকুমার চন্দ, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, সরসীকুমার সরস্বতী, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক)।

গ্রন্থ-নির্ব্বাচন সমিতি — শ্রীহিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মৈত্র, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল আচার্য্য, প্রমীলচন্দ্র বসু, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক)।

প্রকাশন সমিতি (Publication Committee) — শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি দত্ত, হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, রাধাশ্যাম চন্দ্র, সুরেশচন্দ্র দাস এবং মনোজ নিয়োগী (আহ্বায়ক)।

সংগঠন সমিতি — শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কুমুদরঞ্জন সিংহ, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানরঞ্জন রায়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ রায়, রাধাকৃষ্ণ বারি, ধরণীধর মাইতি, বিভূতিভূষণ দত্ত, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মৈত্র (আহ্বায়ক)।

ইহাও স্থির হয় যে আবশ্যক বোধ করিলে প্রত্যেক সমিতি অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত করিয়া নিজ সভ্য সংখ্যা বাড়াইতে পারিবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী — ১৯৫০

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে উহা উঠিয়া যায়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয় এবং ইহা ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যথারীতি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন মতে রেজিষ্ট্রী হয়।

১৯৪৯ এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সভ্য সংখ্যা এইরূপ —

	সাধারণ	প্রতিষ্ঠান	আজীবন	মোট
১৯৫০	১৩৭	৩২৭	১৭	৪৮১
১৯৪৯	১১৬	২৯৯	১৩	৪২৮

অনেক সভ্য চাঁদা বাকী ফেলিয়াছেন। গ্রন্থাগার, কলেজ ও স্কুলসমূহ ও অন্যান্য গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের এই পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্তি দ্বারা যাহাতে দেশের জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার-আন্দোলন বৃদ্ধি পায় তদ্বিষয়ে সকলের সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পরিষদের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের হিসাব এইরূপ —

বৎসর	আয়	ব্যয়		হস্তে
৬।১০।৩৩ হইতে ৯।৮।৩৫	১৭৩৲	১১০৸৶৯		৬২৲৩
১৯৩৫	১৭৫৲	১২৩৷৶০	+	৫১।৶০
১।১।৩৬ হইতে ১৫।১।৩৭	২৫৫।০	২৩৫।৶০	+	১৯৸৶০
১৬।১।৩৭ হইতে ৩১।১২।৩৭	৬১১৷০	৫৫৮।৩	+	৫৩৶৯

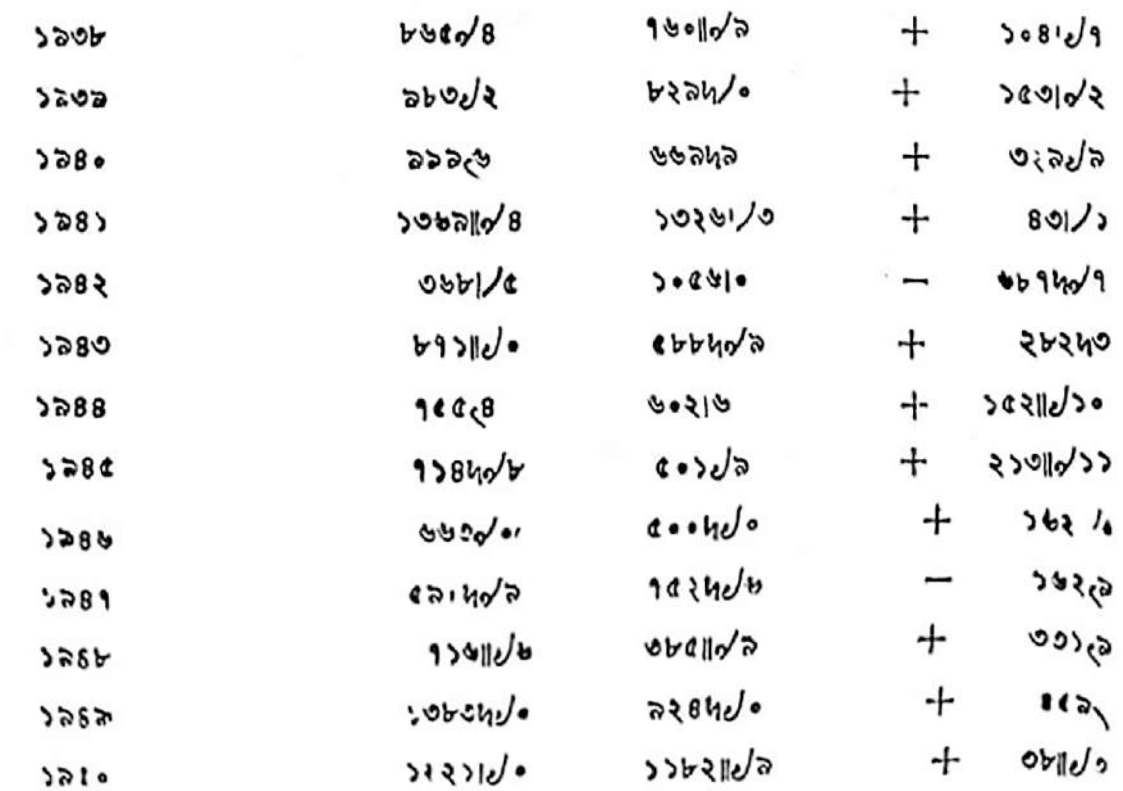

অধিবেশন — গত ১৪ই এবং ২১শে মে (১৯৫০) তারিখে পরিষদের বার্ষিক সভায় অধিবেশন হয়। উহাতে পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয় ও নূতন কাউন্সিল গঠিত হয়। আলোচ্য বৎসরে কাউন্সিলের চারিটি এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ১৪টি অধিবেশন হয়। কাউন্সিল কর্ত্তৃক যে সকল স্থায়ী শাখা-সমিতি গঠিত হয় তাহার মধ্যে একমাত্র গ্রন্থাগারিক শিক্ষা সমিতি ব্যতীত অপর কোন শাখার বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষা — আলোচ্য বৎসরে পরিষদের ত্রয়োদশ গ্রীষ্মাবকাশ শিক্ষাব্যবস্থার ক্লাস (১০ই মে হইতে জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৪৩ সন হইতেই বিনাপারিশ্রমিকে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও পরিষদের অন্যান্য কর্ম্মীগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত এই শিক্ষা পরিচালনা করিতেছেন। আলোচ্য বৎসরে মোট একুশটি ছাত্র এই ক্লাসে ভর্ত্তি হয় এবং দশটি ছাত্র শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়।

পরিষদ গ্রন্থাগার — গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ইহার কার্য্য সুচারুরূপেই চলিতেছে। তবে ইহার আরও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। একটী সংলগ্ন পাঠাগারের ব্যবস্থা খুবই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কার্য্যালয় — পরিষদের জন্য একটী পৃথক কার্য্যালয়ের ব্যবস্থা খুবই দরকার। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না। ক্রমেই কাজ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেশে বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনও বাড়িয়া চলিবে। এই বিষয়ে সাহায্যের জন্য প্রাদেশিক সরকারের নিকট াবেদন করা হইয়াছে। সরকারের অর্থানুকূল্য লাভ করিলেই পরিষদের কার্য্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও ব্যাপক হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থাগার কোষ (ডাইরেক্টরী) — আট বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যুক্তবঙ্গের একখানি গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরী

পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে দেশ বিভক্ত হওয়ার দরুন ও নূতন পরিস্থিতির জন্য ইহার পুনঃ প্রকাশ খুবই আবশ্যক। এই বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং সরকার, জেলাপরিষৎ, মিউনিসিপালিটী ও গ্রন্থাগারসমূহের নিকট হইতে সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে।

লাইব্রেরি বুলেটিন — বাংলা ভাষায় ''বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা ১৯৫০'' এবং ইংরেজী ভাষায় ''বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন বুলেটিন, ভলুম আট, ১৯৫০'' আলোচ্য বৎসরে ছাপার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী — গ্রন্থনির্ব্বাচন শাখা সমিতির কয়েকটী অধিবেশন হইলেও গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুতকার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যাহাতে ইহা শীঘ্র প্রকাশিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন — গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫০) বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ এবং সম্মেলন উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ঐ সঙ্গে ''গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বর্দ্ধন'' বিষয়ে একটী মনোজ্ঞ আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আলোচনায় যোগাদান করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের নানা জেলা হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন এবং সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার কর্ম্মীগণের পরস্পর পরিচয়, সৌহার্দ্দ্য ও ভাববিনিময়ের সুযোগ ঘটে। এই সম্মেলন উপলক্ষে একটী পুস্তক প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল।

সরকারী সাহায্য — গত কয়েক বৎসর সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই। আগামী বৎসর বঙ্গীয় সরকার সহানুভূতির সহিত বিষয়টি বিবেচনা করিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

ধন্যবাদ — পরিষদের কর্ম্মীগণের চেষ্টাতেই ইহার কার্য্য যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। ইহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। কার্য্যালয় পরিচালনে সহায়তার জন্য শ্রীযুক্ত অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

বিনা পারিশ্রমিকে মেসার্স জর্জ্জ রীড্ য়্যাণ্ড কোম্পানী বৎসরের পর বৎসর আমাদের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিতেছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের গৃহ আবশ্যকমত পরিষদকে ব্যবহার করিতে দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ইংরেজী ১৯৫০ সনের পরীক্ষিত হিসাব এই সঙ্গে 'আপনাদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিলাম।

---

* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত কর্ত্তৃক গত ১৩ই মে ১৯৫০, ন্যাশনাল লাইব্রেরি কক্ষে আলিপুর ভেল্‌ভেডিয়ার ভবনে, পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে গঠিত ও সভাকর্ত্তৃক গৃহীত।

(প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৮)

।। সদ্য প্রকাশিত।।

''গ্রন্থাগার'' পত্রিকা সম্মিলিত সূচি

ড. অসিতাভ দাশ এবং ড. স্বগুণা দত্ত

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

পরিষদ কথা

পশ্চিম মেদিনীপুরে গ্রন্থাগার দিবস ২০২৪ উদযাপন

শতবর্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এর চলার পথকে সামনে রেখে ২৪/১২/২৪ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা) ও গ্রন্থাগার তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়) এর যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এর অভ্যন্তরে এ. পি. জে. আব্দুল কালাম হলে। অনুষ্ঠানে একটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল — ''কুমার মনীন্দ্র দেব রায়ের গ্রন্থাগার ভাবনা ও তার পরবর্তী ধারা''। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. পীযূষ কান্তি জানা মহাশয়। আলোচনা সভায় আলোচ্য বিষয়ের প্রধান আলোচক ছিলেন মাননীয় শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল ও মাননীয় শ্রী অরুণাভ দাস। আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী, কলেজ গ্রন্থাগারিক, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক, জন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দসহ শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার দিবস-২৪ উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়।

মালদায় গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন

আজ ২৮/১২/২০২৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, মালদা জেলা কমিটির সভাগৃহে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন করা হোল।

এই মহতি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদা জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক সত্যরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়। সঞ্চালনা করে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সুব্রত ভট্টাচার্য মহাশয়।

উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০ জন গ্রন্থাগার অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক গোপাল প্রসাদ সাহা মহাশয়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী শ্রী পার্থগোপাল মুখোপাধ্যায়।

স্বাগত ভাষণ ও গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদা জেলা শাখার সম্পাদক প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগারিক সুব্রত কুমার দাস মহাশয়।

গ্রন্থাগার দিবসের উপর আলোচনা কারণ মালদা জেলা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বর্তমান গ্রন্থাগারে উপর বিস্মৃত আলোচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর বি.এল.এ.র জেলা সভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ

আজকের দিনে আলোচনা করেন প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের নেতা শ্রী বিমল মল্লিক মহাশয়। তিনিও গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্মৃত আলোচনা করেন।

কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক শ্রী বুলবুল মণ্ডল ও আলোচনা করেন। তিনিও বি.এল.এর সদস্য।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও গ্রন্থাগার আন্দোলন নিয়ে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মালদা জেলা কমিটির সভাপতি আবদুস সাত্তার মহাশয়।

গৌড় মহাবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি কেকা কুমার গ্রন্থাগার দিবসের উপর আলোচনা করেন। তিনিও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উদযাপন ও তার বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন সেমিনারে যে বক্তারা উপস্থাপনা করেছেন তার বিস্মৃত ব্যাখ্যা

করেন। এমনকি মাননীয় রাজ্যপাল ও পবিত্র সরকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মালদা থেকে বেশ কয়েকজন সদস্য কলকাতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আগামী দিনের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী ও সেমিনার/সম্মেলন যা যা হবে তার রিপোর্টিং করেন সুব্রত ভট্টাচার্য মহাশয়।

এর পরে আজকের আলোচনা সভার মূল আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী সুকুমার মণ্ডল মহাশয়। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস, রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, বর্তমান অবস্থা থেকে কিভাবে এগোনো যায় অর্থাৎ আবার গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তার লাভ করে তার আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সভার কাছে আবেদন জানান মালদাতেও একটি বড় আকারের সেমিনার/সম্মেলন করার জন্য।

বাচিক শিল্পী পার্থগোপাল মুখোপাধ্যায় সমাপ্তি সঙ্গীত করে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

জ্যোতি বসু কেন জ্যোতি বসু

প্রদোষকুমার বাগচী

১ম খণ্ড ঃ ১৯১৪—১৯৫৩

প্রকাশক-একুশ শতক। মূল্য-৬০০ টাকা

।। সদ্য প্রকাশিত।।

❖ **বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি এবং অন্য এক রবীন্দ্রনাথ/ সুকুমার দাস ♦ ২৭৫.০০ টাকা।**

❖ **Evolution of Resource Description/ Ratna Bandopadhyay ♦ Price : Rs. 380.00/-**

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কলকাতা-৭০০ ০১৪

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 8 Editor : Goutam Goswami Asst. Editor : Shamik Burman Roy Nov. 2023

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

- **Library Day, 2023 (Editorial), p.3**

  While discussing on the observation of 'Library Day' to be held this year, the editor emphasizes the importance of the day. Contextually, an earnest appeal is made for free donation from all to hold the Association's centenary celebration to mark its auspicious birth. It expresses a great concern over the long pending recruitments both in schools and libraries, drawing attention to the ailment situation of some educational institutions in this respect.

- **North 24 Parganas State District Library: a report, p.4-6**

  The North 24 Parganas State District Library, once hailed for its progressive stance on learning issue, has seen a gradual reduction in terms of state of infrastructure, lack of library personnel, funds cuts, sharp decrease of users etc. Contextually, a lot of remedial measures as a proposal is put for restoration with the library facilities overcoming the current state of affairs in this regard.

- **Role of marketing in today's library and information services by Milan Kumar Sarkar, p.7-11**

  The overview on the subject includes definitions and concepts, elements, importance and need of marketing in Library and Information Science in the present century acknowledging its utility in the modern information society. Contextually, the author discusses why marketing is essential in the subject concerned.

- **Library News. P.15**

  Rambati Siddheswar Youth Sangha Pathagar observed the 204th Janmajayanti of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar on September 26, 2023. Reported by Basudeb Paul

  Kumirkola Pyarimohun Rural Library observed the 155th Janmajyanti of Mahatma Gandhi on October 2, 2023. Reported by Basudeb Pal

- **Association News. p.12, p.17-22**

  BLA, Howrah District Committee organised its 26th Annual General Meeting in the Bantra Public Library on June 18, 2023. Reported by Ashok Kumar Das

  BLA published Annual Index of Granthagar (Alphabetical-Author,Title & Subject), Vol. 72; no. 1-12 (April 2022-March 2023) was compiled by Sanjoy Guha and edited by Goutam Goswami.

- **Library workers' News. P.13-15**

  Paschimbanga Vigyan Mancha along with its associates organized a 'Citizens' Convention on Climate' at the Town Hall of Burdwan on August 27, 2023. Reported by Basudeb Paul

WBPLEA, Burdwan District Committee (West) organised its 4th Annual General Meeting and 2nd Annual District Conference on August 30, 2023. Reported by Basudeb Pal

East Burdwan District Library Administration observed the 'Public Library Day' in the Uday Chand District Library Bhavan with proper honour on August 31, 2023. Reported by Basudeb Paul

West Burdwan District Library Administration observed the 'Public Library Day' at the seminar hall of Asansol District Library on September 4, 2023. Reported by Basudeb Pal

WBPLEA, Burdwan District Committee (East) organised its 44th Annual General Meeting and 8th Tri-Annual Conference on September 9, 2023. Reported by Basudeb Paul

WBPLEA, Burdwan District (East) and WBPLEA, Burdwan District (West) jointly organised a deputation programme on library related matters before the concerned on October 4, 2023. Reported by Basudeb Pal

Heartiest Wishes to

"THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION"

for its Centenary Anniversary

From — M/S ALI STONE CRUSHER

PANCHAMI, BIRBHUM

Manufacturer and Supplier of Best Quality Black Stone Chips

For Contact

Md. Mahiuddin

Mobile No./WA : 94753 14842

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 9 Editor : Goutam Goswami Asst. Editor : Shamik Burman Roy Dec. 2023

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

- **In context of school library (Editorial), p.3**

  The discussion deals with problems and prospects of school libraries in West Bengal pointing out various shortcomings—gravity of un-employment, long pending recruitment process, negative attitude towards the provision for ensuring the establishment of school library at every levels of education (Secondary and Higher Secondary) etc. It is also felt for expedient measures to make the settlement right now regarding anomalies in pay scale, status and services of the personnel therein.

- **Alexandria library of Mysore: first library in the world managed by the state by Tapan Kumar Sen, p.4-7**

  On a trip to Egypt, the travel-thirst narrator presents an overview on the picturesqueness of the library of Alexandria, including growth and development through ages. Contextually, the description is recoded highlighting the diverse aspects of cultural and intellectual achievements, aesthetic architectures, monumental collection development and tales of destruction evolved the library short to the long in this respect.

- **In memory of Ajoy Kumar Ghosh by Joydeep Chanda, p.8-12**

  The narrator expresses his profound grief on the demise of Ajoy Kumar Ghosh, popularly known as Ajoyda, passed away on May 23, 2023. Describing Ghosh's life and works, the narrator memorises him as a multifaceted personality, editor of Granthagar, teacher of BLA, possessor of penmanship and a master in drafting letters in a true sense. Paying homage, he also acknowledges his close association with Ghosh in many discourses till final days.

- **Role of books and libraries for developing children's mind by Goutam Goswami, p.13-14**

  The author discusses on how children's mental development changes with age and what role should be a librarian or parents play in choosing books and library in light of these changes shaping cognitive, social, emotional, and physical growth. Despite acknowledging some constraints prevalent in the society, the importance is emphasized on some social drives for nurturing children's mind in this respect.

- **In memory of Ajoy Kumar Ghosh by Krishnapada Majumder, p.15**

  The narrator pays a tribute to Ajoy Kumar Ghosh (78), passed away on May 28, 2023. Drawing attention to his life and works, the narrator remembers Ghosh as a leading figure in the library movement, a man of very amiable in nature, a possessor of elegant handwriting and a man of

eloquence. Paying homage, the narrator also acknowledges his close association with Ghosh personally and professionally.

- **54th Bengal Library Conference, 2023: report on 3rd day seminar: library service during epidemic and post epidemic period: conference resolution, p.16-21**

  Three-Days 54th Bengal Library Conference, 2023 was scheduled to be held during February 24-26, 2023 at Lokasanskriti Bhavan of Panihati by the joint efforts of BLA and RRRLF. On the third day (26.2.2023) of the Conference the topic of discourse was library services during pre and post epidemic period. Several papers carrying different titles related to the topic were read out by the presenters in the session in the presence of participated delegates and attendees. Reported by Bithi Basu and others.

- **Association News. P.21-23**

  54th Bengal Library Conference

  The summary of proceedings on the 54th BLA Conference, 2023 based on the discussion on the three topics-West Bengal Public Libraries Act with its amendments, library services during pandemic and post pandemic period and various types of libraries with problems of library personnel was published. Reported by Bithi Basu and others

- **Library News. p.24-27**

  Librarians' Day was celebrated by IASLIC, BLA and WBPLEA in collaboration with RRRLF, Chandannagar Municipality, Chandannagar Pustakagar on August 13, 2023 at Rabindrabhavan, Chandannagar in the district of Hooghly.

- **Library Workers' News. p.28**

  Celebration of 75 years of National Library Employees Association was held through a series of events on November 7, 2023. Reported by Secretary of NLEA

।। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।।

পরিষদের শতবর্ষ উদযাপন চলছে। আপনাদের প্রিয় গ্রন্থাগার পত্রিকা বর্তমান বর্ষে ৭৫ পূরণ করছে। এই দ্বিবিধ আনন্দের আবহে পত্রিকার সকল পাঠকদের জানাই ইংরাজি নববর্ষের যথাযথ শ্রদ্ধা, প্রীতি, শুভেচ্ছা। পত্রিকা মসৃণভাবে প্রকাশ করতে সকলকে পরামর্শ ও লেখা দিয়ে এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

— সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- **ড: বিমলকান্তি সেন**
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2016.
  Price : Rs. 500.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- **প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।**
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2017.
  Price : Rs. 500.00
- **Raychaudhury, Arup and others**
  Proceedings of Indkoha 2019.
  Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্

Vol. 74 No. 10 Editor : Shamik Burman Roy Asst. Editor : Pradosh Kumar Bagchi January 2025

CONTENTS

	Page
Morning shows the day **(Editorial)**	3
Mala Saha	4
Womens' education and library	
Pradosh Kumar Bagchi	7
Our study on Rabindranath Tagore: In search of bibliographies on him	
Debabrata Pal	14
Discussion on an ideal school library	
Looking back while at the time of Centenary celebration	18
Association News	25
1. Observation of Library Day, 2024 at Paschim Medinipore	
2. Observation of Library Day at Maldah	
English Abstract (Vol.-73, No. 8, November 2023)	27
English Abstract (Vol.-73, No. 9, December 2023)	29

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Shamik Burman Roy 9748702776(WA)**